পাক্ষিক

আহ্‌মদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসুল ও শাফায়তকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মর্য্যাদা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

সম্পাদক : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৭ বর্ষ ॥ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

১৪ই শ্রাবণ ১৩৯০ বাংলা ॥ ৩১শে জুলাই ১৯৮৩ ইং ॥ ২০শে শাওয়াল ১৪০৩ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ২০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী | ৩১শে জুলাই ১৯৮৩ | ৩৭শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা আল-আনআম (৮ম পারা, ১৪শ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'ঋণ সম্বন্ধে সতর্কবাণী'	অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ	৪
* অমৃত বাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৭
* হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর জীবনী : (২৩)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী অনুবাদ : অধ্যাপক আবদুল লতিফ	৮
* জুম্‌য়ার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আমহদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১১
* "আল্লাহ্ আশ্রয়ে" (কবিতা)	চৌধুরী আবদুল মতিন	২৩
* পবিত্র কুরআন ও বিজ্ঞান : (৩)	অনুবাদ : মোঃ খলিলুর রহমান	২৪
* সংবাদ :		২৯

সন্তান তওল্লদ

(১) আল্লাহতায়ালা আমাকে আপন ফজল ও করমে ১লা রমজান ১৩০৩ হিঃ মোতাবেক ১৩ই জুন ১৯৮৩ইং এক পুত্র সন্তান দান করেন। হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) তাহার নাম রাখিয়াছেন "আতাউল আলীম।" সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির খেদমতে দোওয়ার আবেদন জানাইতেছি যেন আল্লাহ্‌তায়ালা নবজাতকে দীনের খাদেম করেন এবং দীর্ঘায়ু দান করেন। —**ফজলুর রহমান জাহাঙ্গীর**, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

(২) আল্লাহতায়ালা আমাকে তাহার অপার অনুগ্রহে বিগত ২৫শে জুন শনিবার বেলা ১০ ঘটিকায় প্রথম কন্যা সন্তান দান করিয়াছেন। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির খেদমতের দোওয়ার আবেদন জানাইতেছি, আল্লাহতায়ালা যেন নবজাতকে নেক, খাদেমায়ে-দ্বীন এবং মাতা-পিতার চোখের স্নিগ্ধতার কারণ করেন। —**এস. এম. ওসমান** বাগদাদ-ঢাকা কার্পেট ফ্যাক্টরী, চট্টগ্রাম।

দোওয়ার আবেদন

মোহ্‌তারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব আহ্‌মদনগর হইতে বিগত ২৭শে জুলাই '৮৩ আল্লাহ্‌-তায়ালার ফজলে মঙ্গলমত ঢাকায় পৌঁছিয়াছেন। তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে এখন সুস্থ আছেন। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট তাঁহার কর্মক্ষম দীর্ঘায়ুর জন্য দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৭ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

৩১শে জুলাই ১৯৮৩ইং : ১৪ই শ্রাবণ ১৩৯০ বাংলা : ৩১শে ওফা ১৩৬২ হিঃ শামসী

সুরা আল-আনআম

[ইহা মক্কী সুরা, বিসমিল্লাহ্ সহ ইহার ১৬৬ আয়াত ও ২০ রুকু আছে]

অষ্টম পারা **১৪শ রুকু**

১১২। এবং যদি আমরা তাহাদের উপর ফেরেশতাগণকে নাযেল করিতাম, এবং মৃতগণ তাহাদের সহিত কথা বলিত এবং আমরা সকল বস্তুও যদি তাহাদের সামনাসামনি একত্রিত করিয়া দিতাম তবুও তাহারা আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কখনও ঈমান আনিত না, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই অজ্ঞ।

১১৩। এবং এইরূপে আমরা ইনসান ও জ্বীন হইতে শয়তানদিগকে প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু করিয়াছি, তাহারা প্রতারনার উদ্দেশ্যে চমকপ্রদ কথা। একে অন্যের (অন্তরের) মধ্যে ফুৎকার করে, যদি তোমার রব্ব চাহিতেন, তাহা হইলে তাহারা ঐরূপ করিত না, অতএব তুমি তাহাদিগকেও এবং তাহারা যাহা কিছু মিথ্যা রচনা করিতেছে, উহাকেও বর্জন কর।

১১৪। এবং (আল্লাহ ইহা এইজন্য চাহিয়াছেন) যাহাতে কিয়ামতে অবিশ্বাসী লোকদের অন্তর (নিজেদের কর্মফলে) এই প্রকারের কথার দিকে ঝুঁকে এবং যেন উহাতে তাহারা সন্তুষ্ট থাকে এবং যেন তাহারা তাহাদের আমলের পরিনাম দেখিয়া লয়।

১১৫। (তুমি বল) তবে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন বিচারকের অনুসন্ধান করিব ? অথচ তিনি তোমাদের প্রতি তফসীলপূর্ণ কিতাব নাযেল করিয়াছেন এবং যাহাদিগকে আমরা কিতাব দিয়াছি, তাহারা জানে যে নিশ্চয় উহা তোমার রব্বের পক্ষ হইতে হক সহ নাযেল করা হইয়াছে, সুতরাং তুমি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

১১৬। এবং তোমার রব্বের কথা সত্যতা ও ইনসাফের সহিত পূর্ণ হইবেই, (কারণ) তাঁহার

কথার কেহ পরিবর্তনকারী নাই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

১১৭। এবং তুমি যদি যমীনের অধিবাসীগণের মধ্যে অধিকাংশের অনুসরণ কর, তাহা হইলে তাহারা তোমাকে আল্লাহর পথ হইতে বিভ্রান্ত করিবে, তাহারা কেবল ধারনার অনুসরণ করে এবং তাহারা কেবল কল্পিত অনুমানের উপর কথা বলে।

১১৮। নিশ্চয় তোমার রব্বই তাহাকে সর্বাপেক্ষা উত্তম জানেন, যে তাঁহার পথ হইতে বিভ্রান্ত হয় এবং তিনিই তাহাদিগকে উত্তম জানেন যাহারা হেদায়াত প্রাপ্ত।

১১৯। অতএব যদি তোমরা তাঁহার নির্দশনাবলীর প্রতি ঈমান আন, তাহা হইলে যাহার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে উহা হইতে আহার কর।

১২০। এবং তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা উহা হইতে আহার কর না, যাহার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে, অথচ তিনি উহা তোমাদের জন্য সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন যাহা তিনি তোমাদের উপর হারাম করিয়াছেন ইহা ছাড়া যে তোমরা উহাতে বাধ্য হও; এবং নিশ্চয় অনেকে জ্ঞানাভাবে আপন কুপ্রভৃত্তির বশে (লোকদিগকে) বিভ্রান্ত করে তোমার রব্ব নিশ্চয় সীমালঙ্ঘন-কারীগণকে সর্বাপেক্ষা উত্তম জানেন।

১২১। এবং তোমরা পাপের বাহ্যিক আকৃতি ও উহার আভ্যন্তরীন স্বরূপ (উভয়) বর্জন কর, নিশ্চয়ই যাহারা পাপ অর্জন করিতেছে, তাহাদিগকে অচিরেই তাহাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়া হইবে।

১২২। এবং তোমরা উহা হইতে কখনও আহার কদিও না, যাহার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় নাই, কারণ ইহা (অর্থাৎ এই কাজ) নিশ্চয় নাফরমানী এবং নিশ্চয় শয়তানগণ আপন বন্ধুদের অন্তরে এইরূপ ধারণা ফুৎকার করে যেন তাহারা তোমাদের সহিত বিবাদ করে এবং যদি তোমরা তোহাদের ফরমাবরদারী কর তাহা হইলে তোমরা নিশ্চয় মুশরেক হইয়া যাইবে।

"১৫ রুকু"

১২৩। যে ব্যক্তি পূর্বে মৃত ছিল, অতঃপর আমরা তাহাকে জীবিত করিলাম এবং তাহার জন্য এমন আলো সৃষ্টি করিলাম, যাহার সাহায্যে সে লোকদের মধ্যে চলাফেরা করে, সে কি ঐ ব্যক্তির অনুরূপ হইতে পারে, যাহার অবস্থা এমন যে, সে অন্ধ-কার রাশির মধ্যে (পড়িয়া) আছে যাহা হইতে সে বাহির হইতে পারে না, এইরূপেই কাফেরগণের জন্য তাহাদের আমল মনোরম করিয়া দেখানো হইয়াছে।

১২৪। এবং আমরা প্রত্যেক বস্তির মধ্যে উহার বড় বড় অপরাধীকে এইরূপই বানাইয়াছি (অর্থাৎ তাহারা নিজেদের মন্দ আমলকে মনোরম আকারে দেখে) যাহার পরিণতি এই হয় যে, তাহারা উহাতে (অর্থাৎ বস্তিতে নবীদের বিরুদ্ধে) ষড়যন্ত্র করে; বস্তুতঃ

তাহারা কেবল নিজেদের বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র করে, কিন্তু তাহারা উহা অনুধাবন করে না।

১২৫। এবং যখন তাহাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে, তখন তাহারা বলে, আমরা কিছুতেই ঈমান আনিব না, যতক্ষন পর্যন্ত না আমাদিগকে ঐরূপ (কালাম) দেওয়া হয়, যেরূপ আল্লাহর রসুলকে দেওয়া হইয়াছে, অথচ আল্লাহ সর্বাপেক্ষা বেশী জানেন যে, তিনি রেসালত কোথায় স্থাপন করিবেন, যাহারা পাপ করিতেছে তাহারা যেহেতু (নবীর বিরুদ্ধে) ষড়যন্ত্র করে, অতএব অচিরেই আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহাদের উপর লাঞ্ছনা এবং কঠোর আযাব আসিবে।

১২৬। অতঃপর আল্লাহ যাহাকে হেদায়েত দিতে চাহেন ইসলামের জন্য তাহার বক্ষঃস্থলকে তিনি প্রশস্ত করিয়া দেন এবং যাহাকে পথভ্রষ্ট করিতে চাহেন তাহার বক্ষঃস্থলকে তিনি অত্যন্ত সংকীর্ণ-সঙ্কুচিত করিয়া দেন, যেন সে আকাশে আরোহন করিতেছে; যাহারা ঈমান আনে না, তাহাদের উপর এইরূপেই আল্লাহ লাঞ্ছনার আযাব নাযেল করেন।

১২৭। এবং ইহাই তোমার রব্বের সরল পথ, আমরা উপদেশ গ্রহনকারী জাতির জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছি।

১২৮। তাহাদের জন্য তাহাদের রব্বের নিকট শান্তির আবাস (প্রস্তুত) আছে এবং তাহারা যাহা কিছু করিতেছে উহার জন্য তিনি তাহাদের সাহায্যকারী।

১২৯। এবং (সেই দিনকে স্মরণ কর) যেদিন তিনি তাহাদের সকলকে সমবেত করবেন, (এবং বলিবেন) হে জ্বীনের জমাআত তোমরা মানুষের অধিকাংশকে নিজেদের (সঙ্গী) করিয়া লইয়াছিলে, এবং তাহাদের মানুষ সাহায্যকারীগণ বলিবে হে আমাদের রব্ব! আমাদের মধ্যে কতকজন কতকজনের দ্বারা উপকার লাভ করিয়াছে এবং আমরা আমাদের নির্দিষ্টসময়ে পৌছিয়াছি যাহা তুমি আমাদের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়াছিলে, তিনি বলিবেন, আগুন তোমাদের ঠিকানা উহার মধ্যে তোমরা দীর্ঘকাল থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ অন্য ইচ্ছা করিবেন; তোমার রব্ব নিশ্চয় প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ।

১৩০। এবং এইরূপে আমরা কতক যালেমকে অন্য কতকজনের সেই কাজের জন্য যাহা তাহারা করে, বন্ধু বানাইয়া দিই।

(তফসীরে সগীর হইতে পবিত্র কোরআনের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ)

"আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের সাত শত আদেশের একটি ক্ষুদ্র আদেশকেও লঙ্ঘন করে, সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত এবং পূর্ণ মুক্তির পথ কুরআন শরীফই উন্মুক্ত করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সকল গ্রন্থই উহার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ ছিল।" (আমাদের শিক্ষা)—হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)নুবাদ।

হাদিস শরীফ

ঋণ সম্বন্ধে সতর্ক বাণী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৭) শারীদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, স্বচ্ছল (ঋণী) ব্যক্তির সম্মান (হরণ) ও শাস্তি বিধি-সম্মত। ইবনুল মোবারক বলিয়াছেন, "তাহার সম্মান (হরণ) বিধি-সম্মত" অর্থাৎ তাহার সম্মান হরণ করা ও তাহাকে কারা-দণ্ড দেওয়া আইন সঙ্গত। (আবু দাউদ, নেসাই)।

(৮) আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে. রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে কেহ কাহাকেও ঋণ দিলে, সে (খাতক) যেন তাহাকে (মহাজনকে) কোন উপহার না দেয়, অথবা তাহাকে যেন নিজ পশুর পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া বহন না করে—(হে মহাজন! তুমি) আরোহণ করিবে না বা (উপহার) গ্রহণ করিবে না—যদি না পূর্ব হইতে তাহাদের মধ্যে এইরূপ প্রচলন ছিল। (ইবনে মাজা)

(৯) আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে য. রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন : কেহ কাহাকেও ঋণ দিলে সে যেন তাহার নিকট হইতে উপহার গ্রহণ না করে। (বুখারী)।

(১০) আবু বুরদা-বিন মুসা (রাঃ) বলিয়াছেন ? আমি মদিনায় আসিলাম এবং আবদুল্লাহ বিন সালামের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি বলিলেন : নিশ্চয় তুমি এমন এক দেশে আছ, যেখানে সুদ প্রচলিত। অতএব তোমার কাহারও নিকট যদি পাওনা থাকে এবং সে তোমাকে গম বা এক বোঝা ঘাস উপহার দেয়, তুমি উহা গ্রহণ করিও না, কারণ উহা সুদ। (বুখারী)।

(১১) আবু সঈদ-উল-খুদরী (রহঃ) বলিয়াছেন, নবী (সাঃ)-এর নিকট জানাযার জন্য এক লাশ আনা হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমাদের সাথীর কি কোন ঋণ আছে ? তাহারা বলিল, আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কি ঋণ শোধের কিছু রাখিয়া গিয়াছেন ? তাহারা বলিল, না। তখন তিনি বলিলেন, তোমরা তোমাদের সঙ্গীর (জানাযার) নামাজ পড়। আলি ইবনে তালিব (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লাহর রসুল! আমি তাহার ঋণের জিম্মা লইতেছি। তখন তিনি আগাইয়া আসিলেন এবং (জানাযার)

নামায পড়াইলেন। আর এক বর্ণনায় আছে আল্লাহ: তোমাকে দোযখের কবল হইতে বাঁচান, যেভাবে তুমি তোমার মুসলিম ভ্রাতাকে ঋণের কবল হইতে বাঁচাইয়াছ। কোন মুস্লিম তাহার ভ্রাতার ঋণ শোধ করিলে, কেয়ামতের দিনে আল্লাহ তাহার জিম্মা পালন করিবেন। (শারহে সুন্নাহ)।

(১২) ইমরান বিন হোসেন হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহর রসুল বলিয়াছেন: যদি কোন মানুষের নিকট কাহারও কোন পাওনা থাকে এবং সে তাহাকে (ঋণ শোধের সময়) পরিশোধ দেয়, সে প্রত্যেক দিন সদ্‌কার সওয়াব পাইতে থাকিবে। (আহমদ)।

(১৩) সা'দ বিন আল আতওয়াল বলিয়াছেন, আমার ভাই মারা গেল এবং ১০০ দিনারের এক তৃতীয়াংশ এবং নাবালক ছেলে রাখিয়া গেল। আমি তাহাদের জন্য খরচ করিতে চাহিলাম। আল্লাহর রসুল আমাকে বলিলেন: ঋণের জন্য তোমার ভাই বন্দি আছে। উহা পরিশোধ কর। তিনি বলিলেন, আমি গেলাম পরিশোধ করিলাম, ফিরিয়া আসিলাম এবং বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি পরিশোধ করিয়াছি। এখন একজন স্ত্রীলোক ছাড়া আর কেহ নাই, যে বিনা প্রমাণে দুই দিনারের দাবী করে। তিনি বলিলেন: শোধ কর, কারণ সে সত্যবাদিনী। (আহমদ)।

(১৪) মোহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিয়াছেন: আমরা মসজিদের চত্বরে বসিয়াছিলাম, যেখানে লাশ রাখা হইত এবং আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) আমাদের পশ্চাতে বসিয়া ছিলেন। আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) আকাশের দিকে তাকাইলেন, দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন এবং পরে দৃষ্টি নীচে নামাইলেন. হাত কপালে দিলেন এবং বলিলেন, "গৌরব আল্লাহ্‌র জন্য। এইমাত্র কি ভয়ানক সতর্কবাণী আসিল।" তিনি (বর্ণনাকারী) বলিয়াছেন: অতঃপর তিনি (আল্লাহর রসুল) একদিন একরাত্রি নীরব থাকিলেন, কিন্তু আমরা ভাল ছাড়া মন্দ কিছুই দেখিলাম না। পরে প্রভাত আসিল। (বর্ণনাকারী) মোহাম্মাদ বলিলেন: আমি আল্লাহ্‌র রসুলকে জিজ্ঞাসা করিলাম: যে ভয়ানক সতর্কবাণী এই মাত্র আসিয়াছে উহা কি? তিনি বলিলেন: ঋণ সম্বন্ধে। যাঁহার হাতে মোহাম্মাদের প্রাণ আছে, তাঁহার কসম, যদি কেহ আল্লাহ্‌র পথে মারা যায় এবং অতঃপর তাহাকে পুণর্জীবিত করা হয়, এবং আবার সে আল্লাহ্‌র পথে মারা যায় এবং আবার পুণর্জীবিত করা হয় এবং আবার সে আল্লাহ্‌র পথে মারা যায় এবং আবার পুণর্জীবিত হয় **ঋণ লইয়া** সে জান্নাতে যাইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহার ঋণ পরিশোধ হয়। (আহমদ)

(১৫) আবু কাতাদা (রা:) বলিয়াছেন, আমি আল্লাহর রসুলকে বলিতে শুনিয়াছি যে, যে কেহ ঋণী ব্যক্তিকে সময় দেয়, অথবা তাহার ঋণ মাফ করিয়া দেয়, আল্লাহ তাহাকে কেয়ামতের দিনের বিপদাবলী হইতে বাঁচাইবেন। (মুসলিম)

অনুবাদ: মৌঃ **মোহাম্মাদ সাহেব**
আমীর, বাঃ আঃ আঃ

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

"স্বর্গে যাহা স্থিরীকৃত হইয়া আছে তাহা মর্ত্য কখনও মুছিয়া ফেলার শক্তি রাখে না।"

"আমার খোদার সামনে পৃথিবী ও আকাশ কাঁপে; সেই খোদা আমার উপর তাঁহার পবিত্র ওহি (ঐশীবাণী) নাজেল করেন।"

"আমি আশা রাখি যে, ইহলীলা ত্যাগ করিবার পূর্বে আমি আমার সেই প্রকৃত প্রভু (আল্লাহ্‌তায়ালা) ছাড়া অন্য কাহারও মুখাপেক্ষী হইব না এবং তিনি প্রত্যেক শত্রু হইতে আমাকে নিজের শরণে (নিরাপদ) রাখিবেন। فالحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا هو ولی فی الدنیا والاخرة وهو এবং আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে نعم المولی ونعم النصیر তিনি আমার সাহায্য করিবেন এবং আমাকে কখনও বিনষ্ট হইতে দিবেন না যদি সমস্ত দুনিয়া আমার বিরোধিতায় হিংস্র জন্তুর চাইতেও নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে তবুও তিনি আমার সহায়তা ও হেফাজত করিবেন। আমি বিফল মনরথ হইয়া কখনও কবরে শায়িত হইব না। কেননা আমার খোদা পদে পদে আমার সঙ্গে আছেন এবং আমি তাঁহার সঙ্গে আছি! আমার অভ্যন্তর সম্বন্ধে যাহা তিনি জানেন তাহা অন্য কেহ জানে না। যদি সকল মানুষ আমাকে ছাড়িয়া দেয় তাহা হইলে খোদাতায়ালা অন্য একটি জাতিকে সৃষ্টি করিবেন, যাহারা আমার সাথী হইবে। নির্বোধ শত্রু মনে করে যে তাহার চক্রান্ত ও পরিকল্পনায় বিষয়টি বিকৃত ও নিষ্ফল হইয়া পড়িবে এবং এই সেলসেলা বানচাল হইয়া যাইবে। কিন্তু এই নির্বোধ জানে না যে স্বর্গে যাহা কিছু স্থিরীকৃত হইয়া আছে তাহা মর্ত্য কখনও মুছিয়া ফেলার শক্তি রাখে না। আমার খোদার সামনে আকাশ ও পৃথিবী কাঁপে; সেই খোদা আমার উপর ওহি (ঐশীবাণী) নাজেল করেন এবং গায়েবের অদৃশ্য রহস্যাবলী দ্বারা আমাকে জ্ঞাত করেন। তিনি ছাড়া কোন খোদা নাই। ইহা অ শ্যাম্ভাবী যে তিনি এই সেলসেলাকে চালাইবেন, ইহাকে সমৃদ্ধি ও উন্নতিদান করিবেন যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি পবিত্র ও অপবিত্রের মধ্যে পার্থক্য করিয়া দেখান। প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীর উচিত, এই সেলসেলাকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব প্রচেষ্টা চালাইয়া এবং সর্বাত্মক শক্তি প্রয়োগ করিয়া যেন দেখিয়া লয় যে পরিশেষে সে জয়লাভ করিতে পারিয়াছে, না খোদা।.....নিশ্চিৎ জানিবে যে, সত্য-বাদী কখনও বিনষ্ট হইতে পারে না। সে ফেরেস্তাদিগের সন্তদের মধ্যে চলাফেরা করে। হতভাগ্য সেই ব্যক্তি যে তাহাকে সনাক্ত করিতে পারে না।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, ১ম খণ্ডের পরিশিষ্ট, পৃঃ ১২৮; প্রথম সংস্করণ)

অনুবাদ : **আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ** (সদর মুরুব্বী)

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—২২)

—হযরত মির্যা বশিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ,
খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

মোহাজের আনসার ও ইহুদীদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন

হযরত রসুলে করীম (সাঃ) কেবল মাত্র মুসলমানদিগকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; উপরন্তু তিনি মদীনার সকল অধিবাসীর মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত করেন। তিনি ইহুদী ও আরবদের সর্দারগণকে সমবেত করি লন এবং বলিলেন, "প্রথমে মদীনায় দুইটি দল ছিল। কিন্তু এখন এখানে তিনটি দল বর্তমান। প্রথমে কেবল মাত্র ইহুদী ও মদীনার আরবগণ এখানে বসবাস করিত কিন্তু এখন ইহুদী, মদীনার আরব ও মক্কার মোহাজের (এই তিনটি দলের সৃষ্টি হইয়াছে), সেইজন্য সকলের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হওয়া প্রয়োজন।"

অতঃপর তাঁহার কথায় একটি চুক্তিপত্র লিখিত হয়। এই চুক্তিপত্রের বিষয়বস্তু নিম্নরূপ :—

"একদিকে হযরত মুহম্মদ (সাঃ) ও মোমেনগণ এবং অপরদিকে ঐ সমস্ত লোক যাহারা এই চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে চায়। মোহাজেরদের মধ্যে যদি কেহ নিহত হয় তাহা হইলে তাহারাই ঐ খুনের জন্য দায়ী থাকিবে এবং তাহারা নিজেরা নিজেদের কয়েদীদের মুক্তির ব্যবস্থা করিবে। একই ভাবে মদীনার বিভিন্ন মুসলমান গোত্রগুলি নিজেদের ব্যাপারে দায়ী থাকিবে। কেহ অরাজকতা অথবা শত্রুতার মনোভাব সৃষ্টি করিলে ও শাসনকর্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলে চুক্তিবদ্ধ সকল দল মিলিত ভাবে তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে যদিও ঐ ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে কাহারও পুত্র হউক না কেন। যুদ্ধের সময় যদি কোন অবিশ্বাসী মুসলমানদের হাতে নিহত হয় তাহা হইলে তাহার মুসলমান আত্মীয় মুসলমান-দের উপর কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারিবে না এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবিশ্বা-

সীদের সহযোগিতা করিতে পারিবে না। যে সকল ইহুদী আমাদের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হয় আমরা সকলে তাহাদিগকে সাহায্য করিব। ইহুদীদিগকে কোন প্রকার দুঃখ-কষ্ট দেওয়া চলিবে না এবং তাহাদের শত্রুগণকেও তাহাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করা চলিবে না। কোন অমুসলমান মক্কার কোন লোককে তাহার গৃহে আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং তাহাদের কোন সম্পদ তাহার নিকট আমানত হিসাবে রাখিতে পারিবে না। এবং মুসলমান ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে কোন প্রকার অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না। যদি কোন ব্যক্তি কোন মুসলমানকে অন্যায় ভাবে হত্যা করে তাহা হইলে সকল মুসলমান মিলিত-ভাবে তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে। যদি কোন অবিশ্বাসী মদীনা আক্রমণ করে তবে ইহুদীগণ মুসলমানদের পক্ষ অবলম্বন করিবে এবং নিয়ম মাফিক যুদ্ধের খরচও বহন করিবে। মদীনার অন্যান্য গোত্রের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ ইহুদীগণ মুসলমানদের ন্যায় সমঅধিকার ভোগ করিবে। ইহুদীগণ তাহাদের নিজেদের ধর্ম পালন করিতে পারিবে। ইহুদীগণ যে অধিকার ভোগ করিবে তাহাদের অধিনস্থগণও ঐ একই অধিকার ভোগ করিবে। হযরত রসুলে করীম (সাঃ) এর অনুমতি ব্যতীত মদীনার কোন অধিবাসী কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না। অবশ্য ইহাতে কাহারও ব্যক্তিগত অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার ব্যাহত হইবে না।

ইহুদীগণ নিজেরাই তাহাদের প্রতিষ্ঠানের খরচ বহন করিবে এবং মুসলমানগণও তাহাদের প্রতিষ্ঠানের খরচ বহন করিবে। কিন্তু যুদ্ধের সময় উহারা মিলিতভাবে কাজ করিবে। যাহারা এই চুক্তিতে আবদ্ধ হইতেছে তাহাদের জন্য মদীনা একটি পবিত্র শহর হিসাবে পরিগণিত হইবে। যদি কোন মদীনাবাসী কোন বিদেশীকে আশ্রয় দান করে তবে তিনিও মদীনাবাসীদের ন্যায় সমঅধিকার ভোগ করিবে। কিন্তু মদীনাবাসীগণের কোন স্ত্রীলোককে তাঁহার আত্মীয়ের অনুমতি ব্যতীত তাহার গৃহে রাখিতে পারিবে না। কোন ঝগড়া-বিবাদ হইলে ইহার মীমাংসার জন্য আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের (সাঃ) নিকট পেশ করিতে হইবে। এই চুক্তিতে আবদ্ধ হইলে কোন পক্ষ মক্কাবাসী বা উহার মিত্রদের সহিত কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারিবে না। কারণ চুক্তিতে আবদ্ধ পক্ষগণ মদীনার শত্রুকে আক্রমণ করিবার জন্য একমত হইয়াছে। এককভাবে যেমন যুদ্ধ করা যাইবে না সেইরূপ এককভাবে চুক্তিও করা যাইবে না। কিন্তু কাহাকেও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতে বাধ্য করা যাইবে না। অবশ্য কেহ যদি কোন অন্যায় বা উৎপীড়ন করিয়া থাকে তবে সে শাস্তি পাইবার যোগ্য। আল্লাহ্‌তায়ালা নিশ্চয় তাহাদের ও ধর্ম পরায়ণদের হেফাজতকারী এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) খোদাতায়ালার রসুল।"

চুক্তির সারমর্ম ইহাই। এ চুক্তিতে এই বিষয়ের উপর বারংবার গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে যে, কোন অবস্থায় বিশ্বস্ততা ও পবিত্রতাকে পরিত্যাগ করা যাইবে না এবং অত্যাচারী তাহার অত্যাচারের জন্য দায়ী থাকিবে। এই চুক্তিতে ইহা প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে যে হযরত রসুলে করিম (সাঃ) ইহুদী ও মদীনার অন্যান্য বাসিন্দাগণ যাহারা

ইসলাম কবুল করে নাই তাহাদের সহিত ভালবাসা প্রেম ও সহানুভূতির সহিত আচরণ করিবেন এবং তাহাদের সহিত ভ্রাতৃসুলভ ব্যবহার করিবেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ইহুদীগণের সহিত যে বিরোধ ও তিক্ততার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার জন্য ইহুদীগণই সম্পূর্ণভাবে দায়ী ছিল।

মক্কাবাসীদের তরফ হইতে নূতনভাবে অত্যাচার ও উৎপীড়নের সূচনা

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ২/৩ মাস পরে যখন মক্কাবাসীগণের পেরেশানী দূর হইল তখন তাহারা ইসলামের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত শত্রুতা পুনারম্ভ করিল। ঐ সময় আউস গোত্রের নেতা সাদ-বিন-মায়াজ কাবা শরীফ তাওয়াফ করিবার উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করিলে আবু জাহ্‌ল তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া বলিল, "ঐ স্ব ধর্ম ত্যাগী মুহম্মদ (সাঃ)-কে আশ্রয় দানের পরও তোমরা কি আশা করিতে পার যে, তোমরা নিরাপদে কাবা শরীফ তাওয়াফ করিতে পারিবে এবং তোমরা কি সগর্বে একথা বলিতে পার যে, তাঁহাকে হেফাজত ও রক্ষা করিবার ক্ষমতা তোমাদের আছে? খোদার কসম, এই সময় আবু সুফিয়ান যদি তোমার সহিত না থাকিত তাহা হইলে তুমি তোমার প্রাণ লইয়া তোমার পরিবার বর্গের নিকট ফিরিয়া যাইতে পারিতে না।" উত্তরে সাদ-বিন-মায়াজ বলিলেন, 'খোদার কসম, যদি তুমি আমাকে কাবা তাওয়াফ করিতে না দাও, তাহা হইলে তোমাদের সিরিয়া যাওয়ার পথ নিরাপদ থাকিবে না।" ঐ সময় ওয়ালিদ-বিন-মুগিরা নামে মক্কার এক বিশিষ্ট সর্দার পীড়িত হন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার মৃত্যুর সময় আসন্ন। একদিন মক্কার বিশিষ্ট সর্দারগণ তাঁহার নিকট বসিয়া ছিলেন। হঠাৎ তিনি কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। ইহাতে মক্কার অন্যান্য সর্দারগণ বিস্মিত হন এবং তাঁহার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে ওয়ালিদ বলিলেন, "আপনারা কি মনে করেন যে আমি মৃত্যুর ভয়ে কাঁদিতেছি? খোদার কসম, ইহা কখনও হইতে পারে না। আমার দুঃখ পাছে মুহম্মদ (সাঃ)-এর ধর্ম বিস্তার লাভ করে এবং মক্কাতেও তাঁহার আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। আবু জাহ্‌ল উত্তর উত্তর দিলেন, "ইহার জন্য দুঃখ করিবেন না। যে পর্যন্ত আমার প্রাণ আছে ইহা ঘটিতেই পারে না। আমি ইহার জন্য দায়ী থাকিব।" (ক্রমশঃ)

অনুবাদ : **অধ্যাপক আবদুল লতিফ**

"আমাদের খোদাই আমাদের স্বর্গ। আমাদের খোদাতেই আমাদের আনন্দ।..... .....আমি কি করিব এবং কি উপায়ে এই সুসংবাদ তোমাদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিব? মানুষের শ্রুতিগোচর করিবার জন্য কোন্ জয়ঢাক দিয়া আমি বাজারে-বন্দরে ঘোষণা করিব, 'এই তোমাদের খোদা' এবং আমি কি ঔষধ প্রয়োগ করিব, যাহাতে শ্রবণের জন্য তাহাদিগের কর্ণ উন্মুক্ত হয়?" (হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রণীত 'আমাদের শিক্ষা' পৃষ্ঠা ১৮)

ঈদুল-ফিৎর উপলক্ষে পবিত্র বাণী

—সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[বাংলাদেশের সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নির উদ্দেশ্যে সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) ঈদুল-ফিৎর উপলক্ষে তার যোগে এক সারগর্ভ ও ঈমানবর্ধক পবিত্র বাণী মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নামে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহা নিম্নে প্রকাশ করা গেল ঃ সম্পাদক]

MOULVI MOHAMMAD SAHIB
4 BAKSHI BAZAR ROAD
DHAKA—BANGLADESH

Wish you Allah very happy EID and pray this EID may bring you peace content and prosperity of Islam and further strengthen your faith in Islam and you more spiritually charged and determined to serve His Cause (.)

May it motivate you to discharge your Responsibilities more vigorously so that we may witness the dawn of greatest of all Eids the Eid of Final Victory of Islam (.)
Allah bless you all (.)

-KHALIFATUL MASIH

বাংলা অনুবাদ :—

মৌঃ মোহাম্মাদ সাহেব
৪, বকসী বাজার রোড,
ঢাকা—বাংলাদেশ।

আপনাদের সকলের সুখময় মহিমান্বিত ঈদ কামনা করি এবং দোওয়া করি এই ঈদ আপনাদের জন্য ইসলামের শান্তি, সন্তুষ্টি ও সমৃদ্ধির সুচনাকরী হউক, ইসলামের প্রতি আপনাদের বিশ্বাসকে আরও শক্তিশালী করুক এবং তাঁহার দীনের (ইসলামের) খেদমতে আপনাদিগকে অধিকতর রুহানী দায়িত্ব সম্পন্ন ও সংকল্পবদ্ধ হওয়ার তৌফিক দান করুন।

এই ঈদ আরও তেজস্বীতার সহিত আপনাদিগকে দায়িত্বাবলী পালনে উদ্বুদ্ধ করুক যাহাতে সকল ঈদ হইতে মহত্তম ঈদ তথা ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়ের ঈদের বার্তাবাহী সুপ্রভাতকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। আল্লাহ আপনাদের সকলকে আশীষ মণ্ডিত করুন। আমীন ॥

—খলিফাতুল মসীহ

জুমুয়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ইং মসজিদে আহমদীয়া, মার্টিন রোড. করাচীতে প্রদত্ত]

'আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী' হওয়ার জন্য জরুরী. পাপ ও কদাচারের মোকাবেলা যেন সদা উৎকৃষ্টতম কথা ও সর্বোত্তম আমলের দ্বারা করা হয়।

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের ইহাই ছিল ইস্লাহ ও সংস্কার পদ্ধতি. যদ্দারা প্রাণের শত্রুও জীবন উৎসর্গকারী বন্ধুতে পরিণত হইয়া থাকে।

কিন্তু এই পথে কথা ও কার্যের ধারায় ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা পেশ করা অবশ্য জরুরী। ধৈর্য মানব হৃদয়ের অভ্যন্তর পথে সংগোপনে সকল বিরোধিতা গ্রাস করিয়া ফেলে।

ধৈর্যের দ্বারা যে মহান শক্তির উদ্ভব হয় তাহা হইল দোওয়ার শক্তি এবং দোওয়ার ফলশ্রুতিতেই বিপ্লব সংঘটিত হয়।

ভয়াবহ ধ্বংসলীলা দ্রুতবেগে দুনিয়ার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। আপনারা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীতে পরিণত হইয়া জগতকে ঐ সকল ধ্বংসের কবল হইতে বাঁচাইবার উপায় বিধান করুন।

তাশাহুদ ও তায়াওউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর নিম্নরূপ আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করেন :

ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من
المسلمين ○ ولا تستوى الحسنة ولا السيئة- ادفع بالتى هى احسن فاذا
الذى بينك وبينه عداوة كانه ولى حميم ○ وما يلقـها الا الذين صبروا
وما يلقـها الا ذو حظ عظيم ○ (حم السجدة ايت ٣٤-٣٦)

তারপর বলেন : আমি বিগত তিনটি খোৎবায় জামাতকে "দা'য়ী ইলাল্লাহ" (আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী) হওয়ার বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলাম। এবং যে আয়াত-গুলি আমি পাঠ করিলাম যে গুলিতে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী হওয়ার জন্য কুরআন করীম যে পদ্ধতিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে উহার উপর কিছুটা আলোকপাত করিয়া ছিলাম।

তারপর সেই পটভূমিও বর্ণনা করিয়াছিলাম যাহা উক্ত আয়াতগুলির পূর্বে কুরআন করীম নিজেই আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীদের সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছে অর্থাৎ তাহারা তামা-দ্দনিক (সাংস্কৃতিক), সামাজিক এবং ধর্মীয় দিক দিয়া কিরূপ লোক হইয়া থাকে? তাহাদের কি দাবী হইয়া থাকে? দুনিয়া তাহাদের সহিত কি ব্যবহার করিয়া থাকে? তারপর সেই ব্যবহারের পর তাহাদের সহিত আল্লাহতায়ালার কি ব্যবহার হইয়া থাকে এবং ঐ জাতীয় সকল প্রকারের অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়া এবং এগুলির মধ্য দিয়া অতিক্রম করিবার পর তাহারা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী হইয়া আত্মপ্রকাশ করে। ইহাই সেই মজমুন যাহা আমি কুরআন করীমের আয়াতসমূহের আলোকে বর্ণনা করিয়াছিলাম।

এবং আমি ইহাও বর্ণনা করিয়াছিলাম যে একমাত্র ব্যক্তিগত ও সাক্ষাৎ ঈমান হইতেই এই মজমুনের সূচনা ঘটিয়াছে। আল্লাহতায়ালা বলেন : ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا—ঐ সকল লোক যাহারা ব্যক্তিগতভাবে নিজেরা ঘোষণা করে যে আল্লাহ তাহাদের রাব্ব্। কিন্তু এই ঘোষণার পর যখন তাহাদিগকে বিপদাবলীর সম্মুখীন হইতে হয় তখন তাহারা উক্ত ঘোষণা হইতে পিছ-পা না হইয়া বরং আল্লাহর দিকে আহ্বান-কারীতে পরিণত হয়। অর্থাৎ অন্যান্য দিগকেও ডাকিতে আরম্ভ করে যে 'তোমরাও সেই রাব্বের দিকে চলিয়া আস যিনি আমাদের রাব্ব্।'

এই হইল সেই মজমুন যাহা আমি বিগত তিনটি খোৎবায় বর্ণনা করিয়াছি। এখন উক্ত ঘোষণা প্রসূত ফলাফল সম্বন্ধে কিছুটা বর্ণনা করিব।

কুরআন করীম আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীকে তাহার ভবিষ্যৎ অবস্থাবলী সম্বন্ধেও অবহিত রাখে। সুতরাং কুরআন করীমে এরূপ কোন আদেশ নাই (আলোচ্য ক্ষেত্রেই হউক কিম্বা অন্য কোন ক্ষেত্র) যেখানে আদেশের ফলে উদ্ভাবিত দায়িত্বাবলী সম্বন্ধে জ্ঞাত করা হয় নাই, উহার সুফলাদি ও আশংকাবলী সম্বন্ধে সুবিদিত করা হয় নাই, আর তেমনি আশংকা ও বিপদাবলী হইতে বাঁচিবার উপায় ও পন্থা শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। সুতরাং যে আয়াতসমূহ ولا تستوى الحسنة ولا السيئة—হইতে শুরু হয় সে গুলিতে উক্ত মজমুনই বর্ণিত হইয়াছে।

সবচেয়ে প্রথম কথা যাহার দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট করা হইয়াছে তাহা হইল এই যে ولا تستوى الحسنة ولا السيئة—এর মধ্যে لا (না) শব্দের পুনরুক্তি কেন করা

হইয়াছে? কেননা কুরআন করীমে অন্যত্র যেখানেই حسنة (কল্যাণ) এবং سيئة (অকল্যাণ)-এর মধ্যে পারস্পরিক তুলনা করা হইয়াছে এবং যেখানে এ কথাটি ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য যে পুণ্য পাপের সমান হইতে পারে না এবং পাপ পুণ্যের সমান হইতে পারে না, সেখানে মাত্র একটি لا ('না')-ই উভয়ের কাজ করিয়াছে এবং আরবী কায়েদা বা নিয়ম অনুযায়ী তুলনার ক্ষেত্রে 'লা' শব্দটির পুনরুক্তি বিধেয় নয়। যেমন, আমরা যখন উর্দুতে বলি যে, 'পাপ এবং পুণ্য সমতুল্য বা সমান হইতে পারে না' - তখন 'না' শব্দটি একবারই বলি। এভাবে বলি না যে, 'না পাপ সমান হইতে পারে, না পুণ্য সমান হইতে পারে।' সুতরাং এ বিষয়বস্তুটিই উর্দুতে বর্ণিত উহার সমতুল্য বাকভঙ্গীর দ্বারা স্পষ্ট করা হইল এবং ইহাও যে আরবীতে এ ধরণের পুনরুক্তির তরজমা দাঁড়াইবে এই যে, 'না পাপ সমান হইতে পারে, আর না পুণ্য সমান হইতে পারে'। এখন লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, এই বাক্যটিতে হিকমাত ও তাৎপর্য কি নিহিত আছে?

ইহার হিকমাত এই যে, يستوى تستوى-এর মোহাবেরা কোন কোন সময় মোকাবিলা বা তুলনার উদ্দেশ্যে আসিয়া থাকে। আবার কোন কোন সময় তুলনা ছাড়াও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই বাকভঙ্গী সমষ্টির ক্ষেত্রেও ব্যবহার হইয়া থাকে এবং ব্যক্তি বিশেষের জন্যও ব্যবহার হইয়া থাকে এবং তাহাতে মোকাবিলা বা তুলনা করা উদ্দেশ্য হয় না। যেমন, আল্লাহ্‌তায়ালা নিজের সম্বন্ধে কুরআন করীমে বলিয়াছেন :

ثم استوى على العرش

—'তারপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত বা সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। আরও বিভিন্নস্থানে উক্ত অর্থেই 'ইস্তাওয়া, ইয়াস্‌তাওয়ী' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ঐ সকল ক্ষেত্রে মোকাবিলা করানো উদ্দেশ্য নয়, বরং ইহার অর্থ একেবারেই ভিন্নতর হইয়া থাকে।

সুতরাং لا تستوى الحسنة-বাক্যটি নিজস্বরূপে একটি পরিপূর্ণ বা সামগ্রিক ঘোষণা এবং لا تستوى الحسنة—বাক্যটিও নিজস্বভাবে একটি সর্বাঙ্গ ঘোষণা, যেমন কি-না আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন : لا تستوى الحسنة و لا السيئة প্রকৃত পক্ষে এখানে দুইটি পৃথক পৃথক ঘোষণা করা হইতেছে। সেজন্য এখানে আরবী 'লুগত' তথা অভিধান অনুযায়ী 'ইস্তাওয়া' শব্দের অর্থ দাঁড়াইবে—'না তো পুণ্যের কোন স্থির অবস্থান আছে; আর না পাপের কোন স্থির অবস্থান আছে।' উভয়ই নিজস্বভাবে Stable অর্থাৎ স্থির ও অবিচল নয়, উভয়ই বাড়ে এবং কমে। এতদোভয়ের মধ্যে নিরন্তর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মোকাবিলা অব্যাহত থাকে। যেমন, যে নেকীর হেফাজত তোমরা করিবে না এবং উহাকে বাড়াইবার চেষ্টা করিবে না উহার সম্বন্ধে যদি তোমরা ধারণা কর যে, ইহা অবস্থান করিতেছে অর্থাৎ উহা নিজের জায়গায় স্থির ভাবে টিকিয়া আছে এবং উহার ক্ষতি সাধিত হইবে না তাহা হইলে ইহা হইবে নিতান্ত ভুল ধারণা। ইহা মন হইতে বহিস্কার করিয়া ফেল। তেমনি পাপ যদি তোমাদের ক্ষমতায় দুর্বল হইয়া পড়ে তাহা হইলে উহা যে পুনরায় মাথা চাড়া দিয়া উঠিবে না

এ ধারণাটিকেও মনে স্থান দিও না। প্রকৃতির বিধান এরূপ যে, এই দুইয়ের মধ্যে এক সংঘাত, এক জেহাদ জারি রহিয়াছে এবং সদা জারি রহিবে। সৌন্দর্যেরও স্থিরতা নাই। আর কদর্যেরও স্থিরতা নাই। সৌন্দর্য একই স্থানে অবিচল থাকে না এবং পাপও স্থিতিশীল থাকে না।

এ বিষয়টিই কুরআন করীম বর্ণনা করিতে চায় এবং যেহেতু জেহাদের মজমুন চলিতেছে সেজন্য উহার সহিত মিল রাখিয়া এই মজমুনই হওয়া উচিত। সুতরাং ইহার পরে পরেই কেবল জেহাদের দিকেই বিষয়বস্তুটি মোড় লইয়াছে। আল্লাহতায়ালা বলেন : ادفع بالتی ھی احسن অর্থাৎ—এখন তোমাদের মোকাবিলা হইবে। যখন তোমরা দুনিয়াকে নেক কাজের দিকে আহ্বান জানাইবে, তখন তোমাদের মোকাবিলা আরম্ভ হইয়া যাইবে। স্মরণ রাখিবে এই মোকাবিলা তোমাদের জন্য শ্রেয় ও উত্তম। তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত জেহাদে আত্মনিয়োজিত থাকিবে, তোমাদের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি লাভ করিতে থাকিবে এবং সম্মুখের পাপ ও কদাচারও হ্রাস পাইতে থাকিবে। যখনই তোমরা জেহাদে গাফিল হইয়া যাইবে, তখন তোমাদের আভ্যন্তরীণ (বা আত্মিক) সৌন্দর্যেরও কোন জামানত বা নিশ্চয়তা দেওয়া যাইতে পারে না। কেননা لا تستوی الحسنۃ و لا السیئۃ

তাহা হইলে কানুন কি দাঁড়াইল? আল্লাহ বলিতেছেন : ادفع بالتی ھی احسن—যখন মোকাবিলা হয়, তখন এ কথাটি স্মরণ রাখিও যে, বদী বা অনিষ্টের মোকাবিলায় তোমরা শুধুমাত্র সৌন্দর্য ও কল্যাণ পেশ করিবে না, বরং উৎকৃষ্টতম সৌন্দর্য ও কল্যাণ তোমাদিগকে পেশ করিতে হইবে—এরূপ সৌন্দর্য যে উহার চাইতে উত্তম ও মনোরম সৌন্দর্যের কল্পনা করা না যায়, সেই সকল দলিল-প্রমাণ পেশ করিবে, যাহা হইবে সর্বোৎকৃষ্ট দলিল এবং তদ্দ্বারা তোমরা মোকাবিলা করিবে।

এই যে সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট দলিলের দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বীর মোকাবিলা করার বিষয়—ইহাও দুই ধারায় জারি হয়। কেননা কুরআন করীমে ইহার পূর্বে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, সে আহ্বানও করে এবং নেক আমলও করে। সুতরাং ادفع بالتی ھی احسن-এর প্রয়োগ আহ্বানের ক্ষেত্রেও হইবে এবং নেক আমল বা সৎকর্মের ক্ষেত্রেও হইবে। অন্য কথায়, বিষয়টি এই অর্থের রূপ ধারণ করিবে যে, আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, 'অন্যদের সহিত যখন তোমাদের কথায় মোকাবিলা হয় তখন তোমরা সর্বোৎকৃষ্ট কথা তাহাদের সামনে পেশ করিবে। আর যখন তোমাদের আমলের ক্ষেত্রে মোকাবিলা হয় তখন সর্বোত্তম আমল মোকাবিলায় পেশ করিবে।

সর্বোৎকৃষ্ট কথার যে বিষয়টি, ইহা আবার আগে শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হয়। যেমন, কোন শত্রু যদি গালি দেয়, কুবাক্য ও অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করে, সেই ক্ষেত্রে এই আয়াত শিক্ষা দিতেছে এই যে, উহার মোকাবিলায় তোমরা গাল-মন্দ দিবে না, কুবাক্য ও

অশ্লীলতায় লিপ্ত হইবে না। কেননা এই যুদ্ধে যে পদ্ধতি মুসলমানকে শিখানো হইতেছে তাহাতে ইহার কোন অবকাশ নাই যে অন্যায়ের প্রতিদান অন্যায়ের দ্বারা দেওয়া যায়। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা যদি এই আয়াতের শেষাংশে বর্ণিত লক্ষ্যটি লাভ করিতে চাও তাহা হইলে তোমাদিগকে উক্ত রণপদ্ধতিই ইখতিয়ার করিতে হইবে। যেখানেই তোমরা উহা পরিত্যাগ করিবে সেখানেই ফলাফলের জন্য তোমরা দায়ী হইবে, তখন কোরআন করীম দায়ী হইবে না এবং তিনিও দায়ী হইবেন না যিনি কুরআন করীম নাযেল করিয়াছেন।

সুতরাং 'আহসান কওল' (উত্তম কথা) প্রসঙ্গে প্রথম কথা এই যে, প্রত্যেক প্রকারের কুবাক্য, গাল-মন্দ এবং দুঃখ ও ক্লেশদানের মোকাবিলায় ভাল কথা বলিতে শিখ। সুতরাং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন:

گالیاں سن کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو
رحم ہے جوش میں اور غیظ کو پیتا ہوں میں

(—"গাল-মন্দ শুনিয়া এই লোকদিগকে দোওয়া দেই/দিয়া (আমার হৃদয়ে) উত্তেজিত, আর ক্রোধ ও উত্তেজনাকে প্রশমিত করিয়াছি।) ইহা হইল কথার ক্ষেত্রে "বিল্লাতি হেয়া আহ্সান" এর আমলী নমুনা।

ইহার দ্বিতীয় শাখাটি তর্ক-বিতর্ক ও বাক্‌যুদ্ধের সহিত সম্পৃক্ত। যখন দলিল-প্রমাণের যুদ্ধ শুরু হয় তখন প্রথমেই দুর্বল যুক্তি-প্রমাণ পেশ করিবে না। ইহা এক অত্যন্ত হিকমাতের কথা। কোন কোন সময় মানুষ কোন বিষয়ে একাধিক দলিল-প্রমাণ শিখিয়া যায়, আর তারপর সে কোন্ দলিলটি অধিক সুন্দরভাবে পেশ করিতে পারে ইহার পরখ না করিয়াই এক, দুই, তিন করিয়া যুক্তির সংখ্যা বাড়াইয়া যাইতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি অস্ত্র প্রত্যেক ব্যক্তি পূর্ণ দক্ষতার সহিত ব্যবহার বা প্রয়োগ করিতে পারে না। অস্ত্র যদিও ভাল হয় তথাপি উহা ব্যবহার ও প্রয়োগ পদ্ধতি তো জানা চাই। কোন কোন জাতি অস্ত্রে-সস্ত্রে শ্রেষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও কোন কোন সময় দৃষ্টান্তমূলক পরাজয় বরণ করিয়াছে। কেননা ইহার প্রয়োগ পদ্ধতি তাহারা জানিত না। সুতরাং ১৯৬৭ ইং সনের মিশর-ইস্রাইল যুদ্ধে রাশিয়ার পক্ষ হইতে মিশরকে বড় (Sophisticated weapons) অর্থাৎ উত্তম ও উন্নত ধরনের অস্ত্র-সস্ত্র দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু মিশরীদের তখনও সেগুলির ব্যবহার পদ্ধতি শিখা ছিল না। ফল দাঁড়াইল এই যে শত্রু সেই অস্ত্রগুলি দখল করিয়া লইল। আর তারপর মিশরীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিল।

সুতরাং "আহ্সান দলিল" (উৎকৃষ্টতম যুক্তি-প্রমাণ)-এর দ্বারা শুধু ইহা বুঝায় না যে, দলিল নিজস্বরূপেই অকাট্য ও বলিষ্ঠ হয় বরং উহা উপস্থাপিত করার পদ্ধতিও উত্তম হইতে হইবে এবং উহাতে ব্যুৎপত্তিও অর্জন করিতে হইবে। এই হিসাবে যখনই আমরা তরবিয়তী ক্লাশ অনুষ্ঠিত করি তখন হিকমাতের এই তত্ত্বটি অধিকতর কাজে লাগাইয়া লাভবান হওয়া উচিত। যে ছাত্রই এই সকল ক্লাশে যোগদানের সামান্য কিছু সময় পায়

তাহাকে বেশী বেশী দলিল-প্রমাণ শিখানোর পরিবর্তে—যাহার ফলে সে উপকৃত না হইয়া ধীরে ধীরে তাহার মস্তিষ্কে বিশৃঙ্খল ও অপ্রতিভ অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে—কুরআনী শিক্ষানুযায়ী কোন একটি শীর্ষস্থানীয় দলিল নির্বাচন করিয়া উহা তাহাকে শিখানো হউক, উহা তাহাকে আয়ত্ব করানো হউক, উহার সকল দিক তাহার মস্তিষ্কে উদ্দীপিত করা হউক. যাহাতে সে উহা অধিকতর দক্ষতার সহিত উত্তম উপায়ে ব্যবহার করিতে পারে। তারপর সেই দলিলের উপর যে সকল আপত্তি ও সন্দেহ উত্থাপন করা হয় উহার উত্তরও যেন সবিস্তারে বোঝানো হয়। মোট কথা, একটি দলিল বা প্রমাণ লইয়া উহাতে যেন তাহাকে পূর্ণ ব্যুৎপন্ন করা হয়। তবে ইহা হইবে "ইদফয়া' বিল্লাতি হেয়া আহ্সান"—আদেশটির ইতায়াত বা প্রতিপালন।

সুতরাং বহির্দেশের কোন কোন মোবাল্লেগ ইহার অভিজ্ঞতা করিয়া দেখিয়াছেন এবং ইহা বড়ই সফল (বলিয়া সাব্যস্ত) হইয়াছে। আফ্রিকার একজন মোবাল্লেগ আমাকে জানাইয়াছেন যে, একবার তিনি তাঁহার আফ্রিকান নওমুসলিমদিগকে—যাহারা সাধারণ শিক্ষায়ও শিক্ষিত ছিলেন না—বাইবেল হইতে একটি দলিল শিখাইয়া দিলেন এবং তাহাদের নিকট হইতে বার বার উহা শ্রবন পূর্বক এতই পরিপক্ক করাইয়া দিলেন যে তাঁহার পূর্ণ প্রতীতি হইল যে, এখন তাহারা এই অস্ত্রটির প্রয়োগে সুদক্ষে পরিণত হইয়াছেন। তারপর এই দলিলের উপর খৃষ্টানরা যে সকল বিভিন্ন অপব্যাখ্যা পেশ করিয়া থাকেন সেগুলিও বলিয়া দিলেন এবং বেশ সহজেই ঐ কাজ সুসম্পন্ন হইল। উহার পর তাঁহারা বীরের ন্যায় সর্বত্র ঘুরিয়া ফিরিতেন। যেখানেই খীষ্টানদের কোন সমাবেশ হইত সেখানেই তাঁহারা পৌঁছিয়া যাইতেন এবং বলিতেন, "বেশী দলিল-প্রমাণ তো আমাদের জানা নাই, তবে একটি দলিল আমরা জানি। উহা খণ্ডন করিয়া দেখাইয়া দিন। যখন আপনারা উহা খণ্ডন করিয়া দিবেন তারপর আমরা দ্বিতীয় দলিল উপস্থিত করিব। কিন্তু যতক্ষণ ইহা খণ্ডন না করিবেন, ততক্ষণ আমরা অগ্রসর হইব না।" এই তরকীবের দ্বারা তাঁহারা আশে-পাশের সমস্ত খীষ্টান প্রচারকদের উপর বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়া দেন। তাঁহাদের বর্ণনানুযায়ী প্রকৃত পক্ষে সেই প্রচারকদিগকে ঐ অঞ্চল ত্যাগ করিতে হয়।

মোট কথা, ادفع بالتى هى احسن—আদেশটি অনুসরণ পূর্বক প্রতিটি আহ্মদী যে 'দায়ী ইলাল্লাহ' হইতে চায় তাহাকে প্রথমে সকল বিতর্কমূলক বিষয়াবলীর একটি দলিল বাঁছিয়া লওয়া উচিত যাহা সে জ্ঞানগতভাবে অনুধাবনের দিক দিয়া পূর্ণরূপে আয়ত্ব করিতে পারে এবং প্রথমেই যেন সে নিজের জ্ঞান বা বিদ্যার পরিসরকে খুব বেশী বিস্তৃত না করে। সেটা পরবর্তীকালের ব্যাপার। উপস্থিত সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ যুক্তি যেমন ওফাতে-ঈসার রহিয়াছে, সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যাখ্যা কুরআন করীম হইতে খাতামান-নাবীয়ীন সংক্রান্ত আয়াতের আছে, আর তেমনিভাবে অন্যান্য বিষয় যেমন হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সাদাকাত

বা সত্যতা বিষয়ের এক একটি দলিল বাছিয়া লউন এবং উহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করুন।

ادفع بالتی هی احسن—এর তৃতীয় দিকটি হইবে এই যে, যখন বিতর্ক (মুবাহাসা) শুরু হয়, যখন কথাবার্তা আরম্ভ হয়, তখন তোমাদের বিতর্ক বা কথা-বার্তার উদ্দেশ্য ইহা নয় যে তোমরা অন্যকে নীচু বা কাত করিয়া দেখাও এবং তাহার অবমাননা কর। ইহা তোমাদের কাজ নয়। কেননা (আয়াতে উল্লিখিত) 'কওল' বা কথার সৌন্দর্য বলিতে আকর্ষণীয়তা বুঝায়। সেজন্য তোমরা যে কথাটিই পেশ কর উহা এমন ভাবে পেশ করিবে যাহাতে লোকদের উহার প্রতি আকর্ষণের সৃষ্টি হয়, যেন আরও বিকর্ষণ উদ্রেকের কারণ না হইয়া পড়ে। সুতরাং এই দিকটিও 'কাওলে-আহ্সান'-এর সহিত গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। 'আহ্সান' (সর্বোত্তম) শব্দটি প্রয়োগে আল্লাহ্তায়ালা বলিতেছেন যে তোমাদের কথোপকথনের পদ্ধতি অতি উত্তম হওয়া উচিত। এরূপ কথাবার্তা বলুন যাহাতে তকওয়া (খোদাভীরুতা) বিদ্যমান থাকে, উহাতে যেন থাকে সত্যতা, গভীরতা ও গাম্ভীর্য। সত্য যেন আপনা আপনি ছাপাইয়া পড়িতে দেখা যায়। দর্শক (বা শ্রোতা)-গণ যেন প্রসন্ন ও মনোমুগ্ধ হইয়া উঠেন এবং স্বতঃস্ফূর্তরূপে বলিতে লাগেন, 'এ যেন সত্য নিজেই, কথা বলিতেছে।' এবং উহা যেন তাহাদিগকে সত্য গ্রহণে বাধ্য করিয়া দেয়। সুতরাং হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর সাহাবাদের অনেকেই নিজেদের জ্ঞানাভাব সত্ত্বেও এজন্য সফলকাম মোবাল্লেগ ছিলেন যে তাহাদের কথায় ওজন ও সারবত্তা ছিল, তাহাদের মধ্যে সত্যতা ও সরলতা ছিল। সরলতা নিজেই এক শক্তি। এ সকল বিষয় মিলিত হইয়া তাঁহাদের জবান ও কথায় এক অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং "ইদফায়া' বিল্লাতি হিয়া আহ্সান"-এর যে ফল কথা কুরআন করীম (আলোচ্য আয়াত সমূহের) শেষে উল্লেখ করিয়াছে তাহা তাঁহাদের হাসিল হইয়া ছিল।

'দায়ী ইলাল্লাহ্'-এর দ্বিতীয় শাখাটি আমল বা ব্যবহারিক জীবনকে সুন্দর ও সুশোভিত করার সহিত সম্পর্ক রাখে। কেননা আল্লাহতায়ালা এখানে দুইটি কথা বর্ণনা করিয়াছিলেন। এক, মুমেন আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী হইয়া থাকে। দুই, عمل صالحا অর্থাৎ সে নেক আমলও সম্পাদন করিয়া থাকে। অর্থাৎ নেক আমলসমূহ এমনধারায় পালন করিয়া থাকে যাহাতে সেগুলি উৎকৃষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। এখানে বদ-আমলের মোকাবিলায় নেক-আমল করার কথা বুঝান হইয়াছে। ইহা এক তুলনা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ব্যাপার, যাহা এখানে পেশ করা হইয়াছে। যেমন, লোকেরা মাল লুঠ করে, ঘর-বাড়ী জ্বালায়, বিভিন্ন ধরণের দুঃখ-যাতনা দেয়। তদসত্ত্বেও নিজের মনকে সদা প্রস্তুত রাখা এবং উহাকে এরূপ তর-বিয়ত দেওয়া যে স্বয়ং দুশমন যখন দুঃখ-কষ্টে পতিত ও জর্জরিত হয় তখনও তাহার সাহায্যে আগাইয়া যাওয়া। মোট কথা, আমলের দিকদিয়া ইহা হইল "ইদফায়া' বিল্লাতি হিয়া আহ্সান"-এর একটি রূপ।—হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) সর্বদা ইহার (অর্থাৎ উক্ত নীতির) উপর বড়ই কড়াকড়ি ও কঠোরভাবে আমল করিয়াছেন এবং এমনটি কখনও

ঘটে নাই যে, আহমদীয়াতের ঘোর শত্রুকে তিনি দুঃখ-ক্লিষ্টাবস্থায় দেখিতে পাইয়াও তাহার সাহায্য করেন নাই। ঐ সকল আহরারী। যাহাদের শাখা বিশেষ হইল অধুনা মজলিসে তাহাফুজে খাতমে নবুয়ত পন্থীরা—অনুবাদক) যাহারা কাদিয়ানে বাস করিত যখন তাহাদের কোন জিনিসের প্রয়োজন পড়িত তাহা দিয়া তিনি তাহাদের সাহায্য করিতেন। অসুখ-বিসুখে তাহাদের সাহায্য করিতেন, বিপদাবলীতে তাহাদের সাহায্য করিতেন। মোট কথা. যখনই এবং যেখানেই তিনি অবহিত হইতে পারিতেন যে কোন দুশমণ কোন দুঃখ-কষ্টে পতিত আছে, তৎক্ষণাৎ তিনি তাহার সহিত সদব্যবহার প্রদর্শন করিয়াছেন। আমার স্মরণ আছে, অসুখবশতঃ তিনি একদা মারীতে অবস্থানরত ছিলেন, সেখানে জানিতে পারিলেন যে, মওলানা জাফর আলী খান সাহেব [লাহোর হইতে প্রকাশিত সুবিখ্যাত উর্দু দৈনিক "জামিনদার" পত্রিকার সম্পাদক ও মুস্লিম নেতা এবং আহ্‌মদীয়া জামাতের ঘোর শত্রু—অনুবাদক] অত্যন্ত পীড়িত আছেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করার মত কেহ নাই (যে তাহার খোঁজখবর নেয় এবং তাঁহার সেবা-শশ্রূষা করে)। হুজুর (রাঃ) অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি ডাঃ হাশমতুল্লাহ খান সাহেবকে (হুজুরের ব্যক্তিগত চিকিৎসক—অনুবাদক) বলিলেন, 'আপনি সেখানে যাইয়া তাঁহাকে দেখুন এবং তাঁহার পুরাপুরি চিকিৎসা করুন।' ডাঃ সাহেব নিবেদন করিলেন, "হুজুর নিজে অসুস্থ, আমি কিরূপে চলিয়া যাই ?!" তিনি বলিলেন, "না, একেবারে না। আমি আপনার ডিউটি লাগাইলাম, আপনি যান এবং মৌলানা জাফর আলী খান সাহেবের চিকিৎসা করুন। তাঁহাকে শুধু ব্যবস্থা-পত্র লিখিয়া দিবেন না বরং ঔষধ-পত্রও দিতে হইবে। সেজন্য যেরকম ওষুধই তাঁহার জন্য প্রয়োজন হয়, উহার দাম আমার নিকট হইতে লইবেন। ইহা ছাড়া আরও যে কোন প্রয়োজনই দেখা দেয় তাহাও পূরণ করিতে হইবে।" সুতরাং হযরত ডাঃ হাশমাতুল্লাহ খান সাহেব সেই আদেশ অনুযায়ী যাবতীয় সবকিছু পালন করেন। এবং মৌলানা জাফর আলী খান সাহেবের (অন্তীম কাল পূর্ব) শেষ অসুখের দিনগুলিতে যখন তিনি মারীতে অবস্থানরত ছিলেন আল্লাহতায়ালা জামাত আহমদীয়ার ইমামকে সার্বিকরূপে তাঁহার দেখা শুনা করার তওফিক দান করেন। তাঁহার মনে ইহার কি প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল এবং তিনি উহা কি ভাষায় প্রকাশ বা অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা বড় কথা নয়, প্রকৃত ব্যাপার এই যে, প্রতিক্রিয়া যাহাই হইত (তাহাতে কোন কিছু যায় আসে না,) **বস্তুতঃ মুমেন উক্ত পথ হইতে কখনও বিচ্যুৎ হইতে পারে না।** এই পথ ছাড়িয়া সে নিজের জন্য অন্য কোন পথ অবলম্বন করিতে পারে না। কেননা কুরআন করীম তাহাকে পাবন্ধ বা বাধ্য করিয়াছে যে, "ইদফায়া' বিল্লাতি হিয়া আহ্‌সান"—অনুযায়ী তোমাদের পক্ষে ইহা জরুরী যে তোমরা অনিষ্টের প্রতিদান অবশ্যই নেকীর দ্বারাই দিবে, কেহ বিপদগ্রস্ত হইলে তাহাকে বিপদ মুক্ত করিতে প্রস্তুত থাকিবে এবং নিজের আমলের দ্বারা খারাপ লোকদের ন্যায় তোমরা নিজেরাও খারাপ হওয়ার পরিচয় কখনও দিবে না।

"ইদফায়া' বিল্লাতি হিয়া আহ্সান"—এর আর একটি দিক বা শাখা সম্পর্ক রাখে আভ্যন্তরীন তরবীয়তের সহিত। আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন এই যে 'যখনই তোমাদের মধ্যে কোন খারাপি সৃষ্টি হইতে দেখ তখনই তোমরা উহাকে 'হুস্ন' (তথা নেকীর সৌন্দর্য)-এর দ্বারা দূরীভূত করিবে, এবং যখনই সমাজে তরবিয়তের ক্ষেত্রে কোন খারাপির উদ্ভব ঘটে উহাকেও 'হুস্ন'-এর দ্বারা বিদূরীত করিবে।

এই মজমুনও উহার নিজস্ব প্রকৃতিতে বড়ই গভীর এবং সুবিস্তৃত। কুরআন করীম কোথায়ও Annihilism অর্থাৎ ধ্বংস বা নির্মূল করিয়া দেওয়ার কোন দর্শন পেশ করে নাই। কুরআন করীম কোথাও কাহাকেও এই শিক্ষা দেয় নাই যে, কোন মওজুদ ও বিদ্যমান জিনিসকে সে নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে। অবশ্য উত্তম জিনিসের দ্বারা প্রতিদান দেওয়ার শিক্ষা দেয়, কিন্তু সমগ্র কুরআনে কোন একটি জায়গাতেও Annihilism অর্থাৎ বিধ্বস্ত ও নির্মূল করিয়া দেওয়ার শিক্ষা দেয় নাই। ইহা বলা যে—

اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو
کاخ امراء کے در و دیوار ہلا دو

(অর্থাৎ. 'উঠ! আমার জগতের নির্ধনদিগকে জাগাইয়া দাও। ধনীদিগের প্রাসাদের দেয়াল ও দুয়ার প্রকম্পিত করিয়া দাও'।।)—কুরআন করীমে এ ধরণের কোন শিক্ষা পাওয়া যায় না। ইহা হইল কবি-জগতের কথা।

কুরআন করীম শিক্ষা দেয় এই যে, তোমাদের মধ্যে যদি উৎকৃষ্টতর শিক্ষা বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে খারাপ জিনিসকে উৎকৃষ্টতর জিনিসের দ্বারা পরিবর্তিত কর। যদি তোমাদের মধ্যে ইহা করিবার শক্তি না থাকে, তাহা হইলে তোমাদের কোন হক্ বা অধিকার নাই যে, তোমরা একটি মওজুদ জিনিসকে বিধ্বস্ত ও নিশ্চিহ্ন করিয়া দাও। কেননা ইহাতে শুণ্যতার সৃষ্টি হয়। এইরূপ কোন শিক্ষা গোটা কুরআন শরীফে নাই।

সুতরাং ادفع بالتی ھی احسن—এর অর্থ এখানে এই দাঁড়াইবে যে কদর্য বা অনিষ্ট-গুলিকে সৌন্দর্য বা নিষ্টের দ্বারা Replace কর অর্থাৎ বদলাইয়া দাও। হুসন বা সৌন্দর্যের বিস্তার দিতে থাক, যাহাতে বদী (পাপ) স্থানচ্যুত হইয়া চলিয়া যাইতে থাকে। যেমন, একটি কক্ষে অধিক লোক বসার স্থান না থাকিলে পূর্ব হইতে উপবিষ্ট লোক নতুন আগন্তুকদিগের জন্য স্থান খালি করিয়া দিতে শুরু করে। এখানেও সেই ধরণেরই মজমুন পাওয়া যায়। আল্লাহতায়ালা বলেন, তোমরা নিজেদের স্বভাব-চরিত্রে সৌন্দর্যকে প্রবিষ্ট করিয়া চলিয়া যাও, ইহার ফলশ্রুতিতে পাপ ও দুকর্ম আপনা আপনি স্থান খালি করিয়া চলিয়া হইবে এবং বাস্তব সত্য এই যে, ইহা ব্যতিরেকে দুনিয়াতে কখনও কোন স্থায়ী তরবিয়ত বা সংস্কারকার্য সাধিত হইতে পারে না। যাহারা এই মনস্তাত্বিক সত্যটিকে অনুধাবন করে না তাহারা সদাসর্বদাই পাপ অপসারণে বিফল মনোরথ ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কেননা মানব প্রকৃতির স্বভাবজ ধারা বা চাহিদা এই যে কাহাকেও যখন বলা হয়, "ইহা করিও না"

তখন প্রশ্ন আসিয়া দাঁড়ায় যে 'কেন করিব না?' ইহা অপেক্ষা উত্তম কোন জিনিস যদি সে পায় তাহা হইলে সে তাহা গ্রহণ করিবে। অন্যথা, সে তাহার জিদের উপর কায়েম থাকিবে। মানবপ্রকৃতি উহার প্রতিকল্প কিছু চায়, আর উহা যেন তদোপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়। সেজন্য আমি ইহা বারংবার বলিয়াছি যে, আপনারা যখন নিজেদের গৃহের, নিজেদের ছেলে-মেয়েদের, নিজেদের স্ত্রীদের তরবিয়ত করেন, তখন এ কথাটির প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন যে যদি তাহাদিগকে 'মিউজিক' (সঙ্গীত) হইতে সরাইতে হয় অথবা খারাপ গান হইতে কিম্বা চরিত্র হানিকর ফিল্মের গীত হইতে সরাইতে হয় তাহা হইলে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর হৃদয় স্পর্শকারী নজমসমূহ উত্তম কণ্ঠে তৈরী করুন। যখন আপনারা ঐ নজমসমূহ তাহাদিগকে শুনাইতে আরম্ভ করিবেন তখন ধীরে ধীরে তাহাদের Taste – রুচীর মান পরিবর্তন হইতে শুরু করিবে। একটি জিনিস প্রবেশ করিয়া, অপরটিকে ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিতে থাকিবে। ইহা এক দিনের কাজ নয় বা দুই দিনের কাজ নয়। ইহা তো বড়ই দীর্ঘ এবং ধৈর্য পরীক্ষা সুলভ কাজ। হিম্মত ও অধ্যবসায় সহকারে মানুষ একটি প্রোগ্রাম করিয়া যদি ক্রমান্বয়ে এই কাজ করিতে ব্রতী হয় তাহা হইলে সে নিশ্চয় সফলকাম হইবে। কেননা কুরআন করীমের দাবী ইহাই এবং কুরআন করীমের দাবী কখনও মিথ্যা হইতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে তরবিয়তের কর্মতালিকা প্রস্তুত করার নিমত্ব এক সুবিস্তারিত বিষয়বস্তু আপনাদের হস্তগত হয়। যেমন, হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর হাদিসাবলী। উহাদের মধ্যে ঐ সকল হাদিস নির্বাচন করুন যেগুলি অসাধারণরূপে মানব-অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে। সেগুলি "আহ্‌সান"-এর অন্তর্ভুক্ত। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের তরফ হইতে তাঁহারই পবিত্র ভাষায় প্রদত্ত আহ্‌কামও অত্যন্ত গভীর প্রভাব রাখে। ঐ সকল হাদিসের তরজমা করা অথবা বিভিন্ন সামাজিক খারাপির পরিপেক্ষিতে হাদিসাবলী চয়ন করা একান্ত জরুরী। তারপর আপনারা সেগুলি (টেপে) রেকর্ড করুন, অথবা মজলিসে বর্ণনা করুন। গৃহে গৃহে মজলিস বসুক, সেখানে (পবিত্র কুরআনের) উত্তম তেলাওয়াত শুনানো হউক, তারপর উহার তরজমা করা হউক। কুরআন করীম তো এরূপ একটি কিতাব, যাহা ধীরে ধীরে সমগ্র মানব জীবন-ব্যবস্থাকে Take over করে অর্থাৎ ইহার উপর দখলকার হইয়া যায়। তারপর কুরআন করীমের হুকুম সক্রিয় হইতে আরম্ভ করিয়া দেয় এবং কুরআন বহির্ভূত বা বিরোধী আদেশ বা ব্যবস্থা আপনা আপনি নিজ জায়গা ছাড়িয়া দেয়। সুতরাং ইহা পর্যায় ক্রমে "বিল্লাতি হিয়া আহ্‌সান"-এর দৃষ্টান্তসমূহ। আপনারা (Creative Programme) অর্থাৎ গঠনমূলক কার্যক্রম তৈরী করুন। স্মরণ রাখিবেন, যদি আপনাদের মধ্যে গঠনমূলক কর্মসূচী গ্রহণের যোগ্যতা না থাকে তাহা হইলে দুনিয়া আপনাদের কথা মানিবে না। সুতরাং কুরআন করীমে বর্ণিত আম্বিয়া (আলাইহিমুস সালাম)-এর শিক্ষা ও বিধানসমূহ হইতে ইহাই জানা যায় যে, উক্ত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে তাহারা কখনও এই অপেক্ষায় থাকিতেন না যে তাহাদের মোকাবিলায় দণ্ডায়মান

সোসাইটি প্রথমে ঈমান আনিবে, আর তারপর তাহাদের মধ্যে 'হুসনে-আমল' (কর্মগত সৌন্দর্য) রূপায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হইবে। কুরআন করীমে এইরূপ যতগুলি ঘটনাই বর্ণিত হইয়াছে, সেগুলি হইতে এসন্ধানই পাওয়া যায় যে (সামাজিক) খারাপিসমুহ দুরীকরণের শিক্ষা তাহারা প্রথমেই শুরু করিয়া দিতেন। হযরত শোয়াইব (আঃ) কবে ইহা অপেক্ষা করিয়াছিলেন যে তাঁহার জাতি ঈমান আনুক, তারপর তিনি তাহাদিগকে বলিবেন যে "ওজন ও মাপজোখ ঠিক কর?" হযরত লুত (আঃ) তাঁহার জাতির দুশ্চরিত্র ইসলাহ বা সংস্কারের জন্য কবে ইহার অপেক্ষা করিয়াছিলেন যে, জাতি ঈমান আনুক তারপর তিনি তাহাদের তরবিয়তের কাজ আরম্ভ করিবেন? হযরত সালেহ (আঃ) কি কথাগুলি বলিয়াছেন যাহার ফলশ্রুতিতে তাহার বিরুদ্ধে এই আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, "আপনি আমাদের ধন-সম্পদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেছেন এবং আপনি আমাদের উপর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা খাটাইবার উদ্দেশ্যে আমাদিগকে উপদেশ দান করিতেছেন"? এতদ্বারা ইহাই জানা যায় যে নবীরা (আলাই হিমুস সালাম) স্ব স্ব জাতির আমল (বা চারিত্রিক ও ব্যবহারিক জীবন) সংশোধন করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা ঈমান আনে কি আনে না—ইহার অপেক্ষা করেন নাই।

ইহার মধ্যে একটি গভীর হিকমাত নিহিত আছে। সেই হিকমাত হইল এই যে নেকী বা পুণ্যের কথা প্রকৃত পক্ষে কোন দলিল-প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। কোন ভাল ও সুন্দর কর্মের দিকে যদি আপনারা সুন্দরভাবে কাহাকেও আহ্বান জানান তাহা হইলে সে ইহা বলিতে পারে না যে, "আমরা তোমাদিগকে কবে মানিলাম যে তোমরা আমাদিগকে এই সব কথা বলিতেছ?" যদি কেহ এইরূপ উত্তর দেয় তাহা হইলে উহা তাহার নিতান্ত বোকামীরই পরিচায়ক হইবে। আপনি যদি কোন ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে বলেন, "আমি তোমার জন্য খাবার আনিয়াছি, তুমি ইহা খাইয়া নেও।" তাহা হইলে সে ইহা বলিবে না যে, "আমি তোমাকে মানিই না, আমি কেন খাইব?" তেমনি একটি মানুষ যেমন রৌদ্রে দাঁড়াইয়া আছে। আপনি যদি তাহাকে বলেন, যে, 'ছায়াতে চলিয়া আস।" তাহা হইলে উত্তরে সে ইহা বলিবে না যে, "না, না, তুমি অন্য ফের্কার সহিত সম্বন্ধ রাখ। আমি ভিন্ন ফের্কার লোক।" ভাল কথা ও পুণ্য কর্মের ক্ষেত্রে ফের্কার কোন প্রশ্নই উঠে না। বিশ্বাস ও তত্বগত মতবৈষম্য হইল এক ভিন্ন ব্যাপার। উহার নিজস্ব অবস্থান রহিয়াছে এবং নেক আমল ও পুণ্যকর্মের শিক্ষা হইল একেবারেই স্বতন্ত্র বিষয়। সেজন্য উক্ত ব্যাপারে নবীগণ (আলাই হিমুস সালাম) কখনও অপেক্ষা করেন নাই। এবং ইহাতে একটি প্রগাঢ় হিকমাতের বিষয় এই ছিল যে, তাঁহাদের এবং সোসাইটির (সমাজের) মধ্যে ব্যবধানকে যেন বেশী বাড়িতে দেওয়া না হয়। যদি আপনাদের পারিপার্শ্বিকতাকে খারাপ হইতে দেন এবং ইহার অনুমতি দেন যেন উহা যাহা ইচ্ছা রূপ পরিগ্রহ করে এবং অপেক্ষা করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা (আহমদীরত) কবুল না করে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি তাহাদের মধ্যে পুণ্যগত সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিবেন না, এমতাবস্থায় আপনার এবং সেই সোসাইটির মধ্যে যতই ব্যবধান বাড়িয়া যাইতে থাকিবে

ততই আপনার সমস্যাবলী বাড়িয়া যাইতে থাকিবে। এই জাতীয় অবজ্ঞা প্রত্যাবৃত্ত হয় এবং বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সে খারাপ ও কলুষিত পরিবেশ আবার আপনার গৃহ (পরিবার-পরিজন) ধ্বংসের কারণ ঘটায়। ইহা এরূপ অবজ্ঞা নয় যাহা খোদাতায়ালা ক্ষমা করিয়া দিবেন। বরং অবহেলাকারী জাতিকে উক্ত অবহেলার শাস্তি দেওয়া হয়। কেননা বিরুদ্ধ সমাজ পাপাচারে যতই বাড়িয়া যাইতে থাকে উহা ততই সাথে সাথে আপনার নিকট হইতে টেক্স উসুল করে এবং আপনার (চরিত্রের) মানকেও টানিয়া নীচের দিকে লইয়া যায়। সেজন্য কুরআন করীম নবীগণের যে পবিত্র নমুনা ও আদর্শ সংরক্ষিত করিয়াছে উহার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যে-সকল জাতি 'দায়ী ইলাল্লাহ' (—আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী) হইতে চায় তাহারা যেন সমাজের সংস্কার-ব্যবস্থা ও সংশোধনের কাজ—মানুষে ঈমান আনে কিম্বা আনে না—ইহার অপেক্ষা ব্যতিরেকেই শুরু করিয়া দেয়। এই সব বিষয়ই পালন না করার ফলে মানুষে দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়। কুরআন করীম এক কল্পনাতীত পরিণতির কথা তুলিয়া ধরিয়াছে।

কুরআন করীম যেখানে সেই পরিণতির কথাটি বর্ণনা করে এবং উহার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেখানে প্রথমে ঐ কর্ম-পদ্ধতির মহান সুফলের দিকেও মনোযোগ আকৃষ্ট করে। আল্লাহতায়ালা বলেন, যদি তোমরা উক্ত পদ্ধতিতে বদ্ধপরিকর হইয়া উহাতে পরিচালিত হও, তাহা হইলে আমরা তোমাদিগকে একটি বিষয়ের নিশ্চয়তা দান করিতেছি। তাহা এই যে—

فاذا الذى بينك و بينه عداوة كانه ولى حميم ٥

অর্থাৎ—ঐ সকল লোক যাহারা পূর্বে তোমার প্রাণের শত্রু ছিল তাহারাই তোমার উপর প্রাণ উৎসর্গকারী বন্ধুতে পরিণত হইয়া যাইবে। আর ইহাই হইল সেই মহান উদ্দেশ্য যাহা একজন 'দায়ী ইলাল্লাহ' লাভ করিতে চায়। ইহাই সেই সাফল্যের স্মৃতিফলক বা তকমা বিশেষ, যাহা তাহাকে দান করা হইবে। ঘৃণা ও দ্বেষ প্রীতিতে পরিবর্তিত হইবে। প্রাণের দুশমন আত্ম-বিসর্জনকারী বন্ধুতে বদলাইয়া যাইবে। আবার সেই সঙ্গে ইহা একটি মানদণ্ডও বটে, অর্থাৎ যদি কোন তবলীগ বা প্রচারকার্যের ফলশ্রুতিতে উক্ত (পরিবর্তন মূলক) ঘটনার উদ্ভব না হয় তাহা হইলে সেই তবলীগে নিশ্চয় কোন খারাপি বা ত্রুটি আছে। পক্ষান্তরে যদি কোন প্রচার-কার্যের ফলশ্রুতিতে ঐরূপ ঘটনাবলী দৈনন্দিন সংঘটিত হইতে থাকে তাহা হইলে প্রতীয়মান হইবে যে ইহা নিশ্চয় সেই সঠিক পদ্ধতি যাহাতে পরিচালিত হইয়া তবলীগ করা হইতেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করানো হইয়াছে যে ইহা এমন সহজ কাজ নয় যে, যেমনি তোমরা মুখ দিয়া ভাল কথা উচ্চারণ করিবে তেমনি সহসা ঐ সকল লোক তোমাদের বন্ধু হইয়া যাইবে। অবশ্য এখানে 'সহসা' শব্দটি বিদ্যমান আছে। فاذا الذى—বাক্যটিতে আকস্মিকতার আভাস পাওয়া যায় বটে কিন্তু উহার অর্থ ভিন্নতর। তাহা আমি পারে বর্ণনা করিব। (ক্রমশঃ)

(আল-ফজল ১৫ই মে ১৯৮৩ইং হইতে অনুদিত)

অনুবাদ : মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ (সদর মুরুব্বী)।

—আল্লাহর আশ্রয়ে—

(১)

আল্লাহ্‌র পথে 'আহ্বানকারী' হও আহমদী
জনে জনে
খলিফার (আই:) বাণী প্রচার কর সমস্বরে গীত
ত্রি-ভুবনে
রক্ষা কর মানব জাতি ধ্বংস ক্রীড়ার—
অগ্নি হতে—
শয়তান আজ ওৎ পেতেছে মানব বসতির
পথে পথে।
'ইয়াজুজ-মাজুজ' বোমাবাজির বাজী ধরেছে—
হার-জিতের
প্রলয়-আঘাতে ঘটাতে পারে ধ্বংসলীলা—
কেয়ামতের !
'জুলকার নাইন' বাদশাহ বসে দেখছে তা'দের
কী তামাশা
'ইয়াজুজ-মাজুজের' ঝুটি ধরে, মিটাবে তা'দের
চির জিঘাসা।

(২)

'দ্বায়ী ইলাল্লাহ' আল্লাহর পথে চালু কর মানব
রাশি রাশি—
আহমদী আজ প্রাণপনে কর তবলীগী রণ
হাসি হাসি।
বেরিয়ে পড় আল্লাহর দুনিয়ায় ত্রস্তে তবলীগ
ময়দানে
মানুষ মানুষ, ভাই ভাই সব, সুহৃদ সবাই
আপন জানে।
প্রাণ ভরে কর নামাজ-রোজা, প্রাণ ভরে পিও
"কাওসার"
দেখবে অচিরে অরিকুল যত উড়ে যাবে হয়ে
"আবতার" !
কি দেখেছ বিরাট মানব জাতির, কী বিচিত্র
ধর্ম্ম-রূপ
নহে, নহে কিছু, প্রাণ-হীন সব, দরগাহ মন্দিরে
দ্বীপের স্তূপ !

(৩)

হও আগুয়ান খোদ্দাম, আতফাল, খলিফার ডাকে
জেগে থাড়া !
রুহানী শক্তির সুক্ষ্ম রশ্মিতে, দাও উড়িয়ে—
বেদায়াত কারা।
শিরক্ বেদায়াতের ধর্ম্ম-মেলা সাজিয়ে দরগাহ্‌র
পীর-ফকির—
মিথ্যা জপে গজল-গোজর, ধর্ম্ম-কর্ম্ম
ভণ্ডামির— !
তৌহিদ আজি তেহত্তর ফির্‌কায়, খণ্ড খণ্ড
পরাণ শেষ—
আহমদীরাই কোরআন হাতে প্রচারে ইসলাম
দেশ-বিদেশ।
"চারিদিকে আজ হাজার কাফের, 'এজিদ'-সেনা
হানছে প্রায়—
ইস্‌লাম আজি "জয়নাল আবেদীন" ,সহায় সম্বল
নাইরে হায়।"

(৪)

'দ্বায়ী ইলাল্লাহ' সাজো সকলে, তবলীগ দ্বারে
তৌহিদের—
উড়াও ইসলামের বিজয় পতাকা, শোনেছ আহ্বান
আহমদের (আ:)
'ফেজ-আউজের' হাজার বরষের কেটে গিয়েছে
অন্ধকার—
ঊষার গগণে গৌরব রবির উদয়ে ইসলাম
'বাগ্‌বাহার'— !
'মসীহ মাওদের' আগমন বার্তা ধরাধামে জাগাল
জয়োঃধ্বনি
'ক্রোশ-দণ্ড-চূড়া' ধরায় লুটাল : "এলিহ, এলিহ,
লামা সবক্তনি— !!"
গীর্জায় গীর্জায় যীশুর সদনে পাপী তাপীর আশ্রয়
হল না আর
ইউরোপ, এমেরিকায় পাদ্রীপুঞ্জে শোন ইসলামের
সু-সমাচার।

—চৌধুরী আবদুল মতিন
১৫/৭/৮৩ইং

পবিত্র কুরআন ও বিজ্ঞান

[পূর্ব প্রকাশিতের পর—৩]

৩। মানব সৃষ্টি সম্বন্ধে ঃ—

সাধারণ জীব-জগত এবং সেই সংগে মানুষের সৃষ্টি সম্বন্ধে দুটি মতবাদ রয়েছে—(ক) সৃষ্টিবাদ এবং (খ) বিবর্তনবাদ। সৃষ্টিবাদ অনুসারে সৃষ্টির আদিতে স্রষ্টা বিশেষ কোন মুহূর্তে আপন ইচ্ছায় এই বিশ্ব-জগত এবং উহার অন্তস্থিত সকল বস্তু, গাছপালা, জীব-জন্তু এবং মানুষ সৃষ্টি করেছেন। এই মতবাদ অনুযায়ী বিশ্ব-জগতের সকল বস্তু ও প্রাণী-সমূহ আদিকাল হতেই একই অবস্থায় বিরাজমান রয়েছে। পক্ষান্তরে বিবর্তনবাদের মতে বিশ্বজগত এবং উহার অন্তস্থিত সকল বস্তু এবং প্রাণীজগতে বহু পরিবর্তন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়েছে। এই বিবর্তনবাদ অনুযায়ী বিভিন্ন জীব-জন্তুর মধ্যে নানা ধরণের মিল ও সাদৃশ্য লক্ষ্য করে এই মতবাদের সমর্থকরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বর্তমানের সকল জীব-জন্তু এবং বৃক্ষ-লতা সবকিছুই সাধারণ পূর্ব-পুরুষ থেকে বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। বিবর্তনবাদের প্রধান ব্যাখ্যাকার হলেন চালর্স ডারউইন এবং তাঁর দুটি বিখ্যাত পুস্তক 'Origin of Species' এবং "The Descent of Man" (প্রকাশ কাল যথাক্রমে ১৮৫৯ ও ১৮৭১ খৃঃ) ক্রমবিবর্তন-তত্ত্বের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোকপাত করেছে। মানুষের সৃষ্টি সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, মানব-জাতি মূলতঃ বানর-সদৃশ পূর্ব-পুরুষ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। পবিত্র কুরআনের মতে প্রচলিত বিশ্বাস-নির্ভর সৃষ্টিবাদ যেমন পূর্ণরূপে সত্য নয়, তেমনিভাবে ডারউইনের বিবর্তন-বাদও নীতিগতভাবে সঠিক সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়েছে! এখন আমরা পবিত্র কুরআনের আলোকে বিষয়টি সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

পবিত্র কুরআনের শিক্ষা হলো পরিপূর্ণ শিক্ষা এবং সে কারণেই ইহা মানব-সৃষ্টির শুধু দৈহিক দিক সম্বন্ধেই আলোকপাত করে নাই, সেই সঙ্গে মানব-জীবনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের অপরিহার্যতা, মানব-জীবনের উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও পথ-প্রদর্শনের সঠিক রূপরেখা প্রদান করেছে। কুরআন করীমের শিক্ষা পদ্ধতির এই সামগ্রিকতা জনিত বিশেষত্বটি অনুধাবন করা প্রয়োজন। 'শুধু বস্তুবাদী' জ্ঞানের সাধনা চূড়ান্ত বিশ্লেষণে মানব-কল্যাণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা দিতে পারে না। জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সঠিক ও শান্তিপূর্ণ পথে পরিচালিত করতে পারে বিশ্ব-স্রষ্টা মহান খোদাতালার বাণী-সম্বলিত কুরআন করীম।

মানব-সৃষ্টি এবং মানব-জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনের আলোকে কয়েকটি মূল বিষয় নিচে উল্লেখ করা হলো।

(ক) বিশ্বজগতে বিরাজমান বিবর্তন-ধারা সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনের প্রারম্ভেই সুরা

ফাতেহায় উল্লেখ করা হয়েছে 'রাব্বুল আলামীন' (বিশ্ব-জগতের রব) শব্দ দ্বয়ের মাধ্যমে। 'রব' শব্দের অর্থ হলো প্রভু, স্রষ্টা ও প্রতিপালক যিনি পর্যায়ক্রমে উন্নতি-দানকারী। এই আয়াতে বিশ্বসৃষ্টি এবং উহার অন্তস্থিত সকল বস্তু ও প্রাণী-জগতের সৃষ্টি, প্রতিপালন এবং ক্রমোন্নতির অন্তর্নিহিত নীতি বর্ণিত হয়েছে। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী এই বিবর্তন প্রক্রিয়া প্রত্যেক 'Species' বা প্রজাতির মধ্যে পৃথক পৃথকভাবে ক্রিয়াশীল এবং মহান স্রষ্টা আল্লাহতায়ালা কর্তৃক সেই ধারা সুপরিচালিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত।

(খ) সৃষ্টি-তত্ত্বের একটি মৌল বিষয় হলো বৈচিত্রের অবস্থিতি এবং সমাবেশ এবং সমাবেশ প্রত্যেক প্রজাতি ও শ্রেণীর ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য। এসম্বন্ধে আল্লাহতায়ালা বলেন :

"তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীতে বিভিন্ন রকমের দ্রব্যাদি সৃষ্টি করেছেন—ইহাতে মনোনিবেশকারী জাতির জন্য নিদর্শন রয়েছে।" (সুরা নহল : ১৪)।

সৃষ্টি-জগতের জন্য একটি অত্যাবশ্যক বিষয় হলো এই বৈচিত্র্যের অবস্থিতি। যেমন শ্রেণীতে শ্রেণীতে এবং প্রজাতিতে প্রজাতিতে এই বৈচিত্র্য প্রকাশমান তেমনিভাবে একই শ্রেণী বা প্রজাতির অন্তর্গত একাধিক সদস্যদের মধ্যেও পার্থক্য বিরাজিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যদি ধান বা আমের কথা ধরা যায় তাহ'লে দেখা যায় যে, নানা রকমের ধান এবং আম পৃথিবীতে পাওয়া যায়। তেমনিভাবে একই শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে আকৃতি ও অন্যান্য নানা বিষয়ে এই পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি মানুষের একে অন্যের মধ্যে দেহ, মন, বুদ্ধিমত্তা, ভাবাবেগ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং পারস্পরিক পার্থক্য একটি সাধারণ বিষয়। এই সকল পার্থক্য থাকা সত্বেও শ্রেণীগতভাবে মানুষের বিবর্তন মানুষ হিসেবেই হয়েছে, গরুর পরিবর্তন গরু হিসেবে, বানরের পরিবর্তন বানর হিসেবেই হয়েছে। ডারউইনের বিবর্তনবাদ এবং ইসলাম সমর্থিত বিবর্তনবাদের পার্থক্য এখানেই। অর্থাৎ মানুষের আকার ও আকৃতি, রঙ ও গঠণ, বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাধারায় প্রকার-ভেদ জনিত বিবর্তন মানুষের মধ্যেই সীমিত, কিন্তু এই বিবর্তন-ধারায় গরু হতে মানুষ বা মানুষ হতে গরুতে ক্রমোবিবর্তিত রূপান্তরের প্রশ্ন অবান্তর।

(গ) মানুষকে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে সে সম্বন্ধে আল্লাহতা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন :

> "তিনি (আল্লাহ) তাঁর প্রাণীকুলের জন্য পৃথিবীকে তৈরী করেছেন ; সেখানে রয়েছে নানা ধরণের ফল-মুল এবং আবরণযুক্ত তাল-বৃক্ষলতাদি, খোসাযুক্ত শষ্যাদি এবং সুগন্দি গাছ-পালা। অতঃপর তোমরা উভয়েই তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহের কথা অস্বীকার করবে ? তিনি মানুষকে শুষ্ক শব্দকারী মৃৎপাত্র তৈরী করার ন্যায় কাদামাটি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং জিনকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নিশিখা হতে।" (সুরা রহমান : ১১—১৬)।

আলোচ্য সুরায় উল্লিখিত আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে আল্লাহতায়ালা আকাশমালা

সৃষ্টি এবং উহার মধ্যে সূর্য, চন্দ্র এবং উদ্ভিদের সৃষ্টি সম্বন্ধে বলেছেন। অতঃপর উপরোক্ত আয়াত সমূহে পৃথিবীতে প্রাণীজগতের সৃষ্টি ও বিস্তৃতির উল্লেখ করার পর মানুষ-সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার পর মানুষের আবির্ভাব হয়েছে স্রষ্টার পরিকল্পনা অনুযায়ী, খামখেয়ালী ভাবে নয়। দ্বিতীয়তঃ, মানুষের দেহের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ সৃষ্টি-জগতের মধ্যেই নিহিত। উপরোক্ত আয়াতে মানুষকে 'শব্দকারী কাদামাটি' থেকে তৈরী করার সম্পর্ক এই যে, মানুষ এমন বস্তু হতে তৈরী যার মধ্যে সুপ্ত রয়েছে কথা বলার গুণাবলী, ধীশক্তি এবং খোদাতা'লার কাছ থেকে বাণী লাভ করার ক্ষমতা।

পবিত্র কুরআনে মানুষের সৃষ্টির প্রথম পর্যায় সম্বন্ধে তিনটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে —'তুরাব' বা ধুলা (সুরা আল-ইমরান : ৬০), 'তীন' বা কাদামাটি (সুরা আল-আনাস : ৩) এবং 'সালসালেন কাল-ফাখ্‌খার' বা উত্তাপে শক্ত করা মৃৎপাত্রের ন্যায়। এই সকল শব্দ দ্বারা মানুষের সৃষ্টি এবং তার আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির বিভিন্ন স্তর বর্ণিত হয়েছে। ধুলি এবং কাদামাটির মধ্যে পার্থক্য মূলতঃ পানির অবস্থিতি, তেমনি পার্থিব উপকরণের সঙ্গে পানিরূপ ঐশীবানী তথা অহী-ইলহামের সমন্বয়ের প্রয়োজন যার মাধ্যমে ধুলিরূপ মানুষ কাদামাটি-রূপ মানুষে পরিণত হয় অর্থাৎ অহী-ইলহামের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সে সত্যিকার মানবীয় গুনাবলীর ধারক ও বাহক হতে পারে। অতঃপর আগুনে সেঁকা মৃৎপাত্রের ন্যায় মানুষকে জীবন-সংগ্রামের অগ্নিসমুদ্র তথা বহু পরীক্ষা এবং বিপদাবলীর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয় যাতে সে স্রষ্টার সমীপে যাওয়ার উপযুক্ততা অর্জন করতে পারে। এমনিভাবে দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক সৃষ্টি-তত্ত্বের মহিমা দ্বারাই পবিত্র কুরআন মানব-জীবনের ব্যাখ্যা দিয়েছে এবং মানব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যকে বর্ণনা করেছে।

প্রসঙ্গতঃ জীবন-ধারণের জন্য পানির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন : "আমরা প্রত্যেক প্রাণীকে তৈরী করেছি পানি থেকে" (আম্বিয়া : ৩১)। পার্থিব জীবনের জন্য যেমন পানি অত্যাবশ্যক (তাই পানির অপর নাম জীবন) তেমনি আধ্যাত্মিক পানিরূপ অহী-ইলহামও আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য অত্যাবশ্যক। পানির পরশে যেমন শুষ্ক যমীনে জীবন জেগে উঠে তেমনি অহী-ইলহাম নিয়ে নবী-রসুলের আগমনে ধর্মের চেতনার জন্ম ঘটে।

(ঘ) মানুষের সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায় সম্বন্ধে আল্লাহতা'লা পবিত্র কুরআনে অন্যান্য স্থানে যেমন সুরা বাকারা, আনআম, মুমেনুন, নজম, হাজ্জ, যুমর, মুমিন এবং অন্যান্য সুরায় বর্ণনা করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ সুরা মুমেনুনে বর্ণিত সাতটি পর্যায় হলো : (১) কাদামাটি হতে মানব-দেহ সৃষ্টির মৌল উপাদানসমূহের পর্যায় ; (২) শুক্রকীটের পর্যায় ; (৩) শুক্রকীটের ঘনীভূত জমাট অবস্থা : (৪) আকারহীন জমাট পিণ্ড ; (৫) অস্থি সংযোজন ; (৬) মাংস দ্বারা অবয়ব গঠন এবং (৭) আত্মার স্পন্দন এবং দেহ ও আত্মার সম্মিলন।

বলা বাহুল্য যে, আধুনিক জীব-বিজ্ঞানে এমন কিছু আবিস্কৃত হয় নাই যা আজ হতে চৌদ্দশত বছর পূর্বে পবিত্র কুরআনে মানব-দেহের সৃষ্টি সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, পবিত্র কুরআন পূর্ণতম জীবন-বিধান হওয়ার কারণে আলোচ্য সুরায় উল্লিখিত আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আধ্যাত্মিক উন্নতির ও সাতটি পর্যায় সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে এবং পরবর্তী আয়াত সমূহে মানুষের মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর পরকালের জীবন সম্বন্ধেও বলা হয়েছে। তাই পবিত্র কুরআন বৈজ্ঞানিক সত্যকে শুধু বর্ণনা দ্বারাই ক্ষান্ত হয় নাই, সেই সত্যের বাস্তব এবং সঠিক প্রয়োগ এবং সেই সঙ্গে মহান উদ্দেশ্য ও পরিণতির কথাও বর্ণনা করেছে যাতে পাঠক সত্যপথে পরিচালিত হতে পারে (অন্যথায় সেই জ্ঞানের কি প্রয়োজন যা মানুষকে সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করে না?)।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, সাধারনভাবে ধারনা করা হয়ে থাকে যে, হযরত আদম (আঃ) যিনি বর্তমান সভ্যতার উষালগ্নে অর্থাৎ প্রায় ৬০০০ বছর পূর্বে আগমন করেছিলেন তিনিই প্রথম মানব। কিন্তু তিনি প্রথম মানব ছিলেন না; বরং 'প্রথম খলীফা' এবং 'প্রথম নবী' ছিলেন যিনি এই বর্তমান সভ্যতা চক্রের শুরুতে এসেছিলেন। পৃথিবীতে এরূপ অন্ততঃপক্ষে এক লক্ষ আদমের আবির্ভাব ঘটেছে (হযরত মুঈউদ্দীন ইবনে আরবী (রহঃ) প্রণীত 'ফতুহাতে মক্কীয়া' দ্রষ্টব্য)। বর্তমান সভ্যতার প্রারম্ভে আগমনকারী হযরত আদম (আঃ) পূর্ববর্তী অন্য কোন আদমের ধ্বংসাবশেষ হতে রক্ষাপ্রাপ্ত মানুষ ছিলেন এবং তিনি আল্লাহতায়ালা কর্তৃক 'খলিফা' তথা প্রতিনিধি রূপে মনোনীত হয়েছেন যাঁর আগমনের ভিত্তিতে এক নব-সভ্যতার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। তাই একথা বলা কঠিন যে, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের আদিম অধিবাসীগণ শেষোক্ত আদমের বংশধর ছিলেন কিংবা অন্য কোন এক বা একাধিক আদমের অধঃস্তন বংশধর।

ঙ) ক্রম-বিবর্তন ধারায় সৃষ্টি সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালা বলেন: "আমরা তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি বিভিন্ন আকৃতিতে বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া" (সুরা নুহ: ১৫)।

তেমনিভাবে সৃষ্টি ধারার পৌনপৌণিক পদ্ধতি সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন: "তাহারা কি দেখে না যে কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টি আরম্ভ করেন তারপর উহার পুনরাবৃত্তি করেন। ইহা আল্লাহর জন্য সহজ কাজ।" (সুরা আনকাবুতঃ ২০)।

এই আয়াতগুলি দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, সৃষ্টি-ধারার মধ্যে পর্যায়ক্রমিক বিবর্তন ক্রিয়াশীল (ধূলামাটি হতে শুরু করে সন্তানের জন্ম দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির স্তর সমূহ এবং পারলৌকিক জীবন) এবং সৃষ্টিতে পুরুষানুক্রমিক বংশ-বিস্তারের রীতি কার্যকর রয়েছে।

মানুষের প্রবাহমান জীবন-স্রোত সুনির্দিষ্ট গতিপথে এগিয়ে যাচ্ছে যার পথ প্রদর্শনের জন্য প্রকৃতি-জগতকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তার সঙ্গে ঐশীবানীর ব্যবস্থা নিয়ে যুগে যুগে প্রত্যাদিষ্ট নবী-রসুলগণের আবির্ভাব হয়েছে। পার্থিব জগতেও সেই পরিবর্তন-ধারা ক্রিয়াশীল রয়েছে, বুদ্ধি-জগতেও বিবর্তন এসেছে এবং আধ্যাত্মিক জগতেও এক পর্যায়ের পর অন্য পর্যায় এসেছে যা বিশ্ব-নবী ও বিশ্ব-কল্যাণ রূপে আবির্ভূত হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে পরম

ও পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করেছে। বিবর্তন ধাপের এই মহা-ব্যাপক রূপরেখাকে বাস্তব প্রয়োগ দ্বারা মানব সমাজ তথা বিশ্বসৃষ্টিকে কল্যাণ-মণ্ডিত করার জন্য ইসলাম সুনির্দিষ্ট ও শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থাও প্রণয়ন করেছে। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি-ধারা যা বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে আজ এক মহা-সম্ভাবনার পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে তাকে সুষ্ঠু ও সার্বিকভাবে পূর্ণধর্ম ইসলাম এবং পূর্ণ ঐশী বিধান আল-কুরআনই সঠিক পথে পরিচালনা করতে সক্ষম। পবিত্র কুরআনের আলোকে বিজ্ঞানকে পরিচালনা করার মাধ্যমেই বিজ্ঞানের সত্যিকার প্রয়োগ এবং তদ্বারা মানব-কল্যাণকে নিশ্চিত করা যেতে পারে। পৃথিবীর শিক্ষিত সমাজ ও বিজ্ঞানী মহল যত শীঘ্র এই সত্যকে অনুধাবন করেন ততই বিশ্বের মঙ্গল এবং মানুষের মঙ্গল ঐশী-বিধানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে। (ক্রমশঃ)

—মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

[**ভুল সংশোধন ঃ** গত সংখ্যায় আলোচ্য প্রবন্ধে ৩৪ পৃষ্ঠায় ২য় লাইনে 'জানতে' স্থলে 'মানতে' এবং ৩য় লাইনে 'তাহা' স্থলে 'তথা' এবং 'আসছে' স্থলে 'আসছেনা' পড়িতে হইবে।]

আল্লাহ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়?

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আর্নিকা কেশতৈল

হোমিওপ্যাথির এক অনন্য অবদান

সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত।

Love For All Hatred For None

—হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ)

"আর্নিকা কেশ তৈল" নিয়মিত ব্যবহারে চুলের অকাল পক্কতা দূর করে এবং চুল পড়া বন্ধ করে। মরামাস হয় না। মস্তিষ্ক শীতল ও সুনিদ্রার জন্য "আর্নিকা কেশ তৈল" ঘরে ঘরে প্রশংসিত। আপনি আজই "আর্নিকা কেশ তৈল" ব্যবহার করে এর উপকারিতা পরীক্ষা করুন।

প্রস্তুত কারক ঃ —এইচ, পি, বি, ল্যাবরেটরীজ

পরিবেশক :—হোমিও প্রচার ভবন,
বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক বাইওকেমিক ঔষধ বিক্রেতা।

১, আবদুল গণি রোড,

জি, পি, ও বক্স নং ৯০৯ ঢাকা—২ ফোন ঃ ২৫৯০২৪

সংবাদ খোদ্দামুল আহমদীয়ার কর্মতৎপরতা

ওয়াকফে আরজী ঃ

গত ১৬ই জুন হতে ৩০শে জুন পর্যন্ত চট্টগ্রাম মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার নাযেম তালীম জনাব মসিউর রহমান এবং কুমিল্লা মজলিসের কায়েদ জনাব আবুল কাশেম ভাতগাঁও জামাতে ১৫ দিন ব্যাপী ওয়াকফে আরজী করেন। যাযাহুমুল্লাহুতায়ালা। এই প্রোগ্রাম সমাপ্ত হবার ফলে সেখানে এক নব-জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে।

মজলিশ পরিদর্শন ঃ

ওয়াকফে আরজী সমাপ্তির পর উক্ত দুই ভ্রাতা বাংলাদেশ মজলিসের প্রতিনিধি হিসাবে রাজশাহী ও দিনাজপুর জিলার ডোহাওা, হেলেঞ্চাকুরি, আহমদ নগর, দিনাজপুর শহর, রাজশাহী শহর, তাহেরাবাদ (খয়ের হাট) মজলিস পরিদর্শন করেন। উক্ত ভ্রাতাদ্বয় মজলিস গুলিতে সাংগঠনিক কার্যাক্রম ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ১০ই জুলাই তারা ঢাকা ফিরে আসেন।

গত ২১শে জুলাই মোহতারম ন্যাশনাল কায়েদ জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ ও বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সেক্রেটারী জুবিলী এবং ন্যাশনাল মোতামাদ মোহাম্মদ আবদুল জলিল রাজশাহী জলার নটোর ও কাফুরা জামাত ও মজলিস পরিদর্শনে যান। পরিদর্শনের সময় তারা সেখানে জামাতের ও মজলিসের কার্যক্রম সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোকপাত করে হুজুর আকদস (আঃ)-এর তাহ্‌রীক "দায়ী ইলাল্লাহ"-এর জন্য জামাত ও মজলিসগুলিকে উদ্বুদ্ধ করেন। ২৩শে জুলাই তারা ঢাকা ফিরে আসেন।

তবলীগ শিক্ষা ক্যাম্প ঃ

গত ১৪-১৫ জুলাই কুমিল্লা ও সিলেট জেলা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে বিষ্ণুপুর গ্রামে ২দিন ব্যাপী এক তবলীগি শিক্ষা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। দেশের বিভিন্ন মজলিশ থেকে অতিথী হিসাবে সদর মোয়াল্লেম জনাব মৌঃ ছলিমুল্লাহ সাহেব, চট্টগ্রাম মজলিসের কায়েদ জনাব শহিদুল ইসলাম সাহেব, কুমিল্লা মজলিসের কায়েদ জনাব আবুল কাশেম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মজলিসের কায়েদ শেখ বশির আহমদ, ঢাকা মজলিসের সদস্য জনাব মোশারফ হোসেন সাহেব যোগদান করেন। সেখানে বিষ্ণুপুর মজলিস গঠন এবং তবলীগি কার্যাক্রমও সম্পন্ন করেন।

জেলা কায়েদ জনাব আবদুল হাদী সাহেব যোগদানকারীদের নেতৃত্বে দান করেন।

বৃক্ষ রোপন অভিযান ঃ

গত ২-৬-৮৩ তারিখ সারা বাংলাদেশ ব্যাপী বৃক্ষ রোপন অভিযান শুরু হয়েছে। আল্লাহর ফজলে পটুয়াখালী মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া গত ২৭-৬-৮৩ তারিখ রোজ সোমবার পটুয়াখালী সরকারী কলেজের চত্বরে বৃক্ষ রোপন করে উক্ত জাতীয় উন্নয়নের কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করে। অত্র কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব এস এম গোলাম রাব্বানী সাহেব নিজ হস্তে একটি নারিকেল বৃক্ষ রোপন করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। উক্ত বৃক্ষ রোপন অভিযানে মজলিসের খোদ্দাম ও আতফালরা নারিকেল, ইউক্লেলিপটাস,

মেহেগিনি এবং ইউপিলিপি প্রভৃতি বৃক্ষ রোপন করে নিঃস্বার্থ সেবায় এক নয়া রেকর্ড স্থাপন করেন যা ছাত্র-শিক্ষক এবং অফিস কর্মচারীদের মধ্যে বিপুল আলোড়ণ সৃষ্টি করে।

উক্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মজলিসের কায়েদ মোঃ মোস্তাক আহমদ সাহেব।

ওয়াকারে আমল :

গত ৩০-৬-৮৩ইং রোজ বৃহস্পতিবার পটুয়াখালী মজলিসের খোদ্দাম ও আতফাল ভাইয়েরা পটুয়াখালী আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট সাহেবের বাসভবন যাওয়ার রাস্তাটা মিলিত প্রচেষ্টায় চলাচলের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলে। কারণ কয়েক দিন যাবৎ অতিরিক্ত বর্ষাজনিত কারণে সেখানে পানি জমিয়া কর্দমাক্ত হইয়া লোক চলাচলের অনুপযুক্ত হইয়া উঠে। সকলের অসুবিধা দুর করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই তারা উক্ত সেবামুলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়।

তবলীগ :

ঢাকা শহরের স্থানীয় মজলিশগুলি, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, চাঁনতারা, পটুয়াখালি, কুমিল্লা, বগুড়া, রাজশাহী, কটিয়াদি, ময়মনসিংহ মজলিসগুলি তবলীগের কাজে অংশগ্রহণ করে হুজুরের তাহরিক পালনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, আলহামদুলিল্লাহ।

খেদমতে খালক :

দুস্থ গরীব জনসাধারনকে বিনামূল্যে চিকিৎসার মাধ্যমে শুধুমাত্র খুলনা মজলিস গত জুন মাসে ২০১৭ জন রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা করেছে, আল-হামদুলিল্লাহ। অনুরূপভাবে ঢাকা দারুত তবলীগে বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হচ্ছে এবং অতি শীঘ্রই ব্যপক আকারে জনসাধারণের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা শুরু হবে, ইনশাল্লাহ।

বিশেষ তালিমী ক্লাশ ও অন্যান্য কর্মতৎপরতা :

আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজল ও করমে গত ১৩ই জুন থেকে ২৭শে জুন পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জ মজলিসের পক্ষকালব্যাপী বিশেষ তালিমী ক্লাশ অনুষ্ঠিত হয়, উক্ত ক্লাশে খোদ্দাম, আতফাল শতকরা ৩০ জন নিয়মিত ভাবে ক্লাশে যোগদান করেন। ক্লাশটি ব্যবস্থাপনা করেন মোতামাদ মনির উদ্দিন আহমদ, এবং শিক্ষকতা করেন জামাতের প্রেসিডেন্ট মুন্সি আব্দুল খালেক সাহেব, শফিকুল ইসলাম সাহেব, গিয়াস উদ্দিন সাহেব। কোরআন, নজম ও দ্বীনি মালুমাত শিক্ষা দেওয়া হয়। সমাপ্তির দিনে পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং ১১ই জুলাই বাদ আছর ২৯শে রমজান ইজতেমায়ী দোয়ার আগে জামাতের প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে পুরস্কার দেওয়া হয়। ইহা ছাড়াও সাপ্তাহিক তালিমী ক্লাশ আছে।

গত ৩১-৪-৮৩ইং স্থানীয় কায়েদ চৌধুরী আতিকুল ইসলামের নেতৃত্বে ফতুল্লাহ-রঘুনাথপুরে ঘুর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন ও খেদমত করেন, গন্তব্যস্থলে ৭ মাইল হাটিয়া যান, কাজে সহায়তা করেন মোতামাদ মনির উদ্দিন আহমদ, নায়েব কায়েদ হামিদ-উল্লাহ সিকদার, তারেক আহমদ প্রধান, সামছুদ্দিন, নুরুল আলম।

গত ১৪-৫-৮৩ইং কায়েদ নেতৃত্বে মজলিসের তবলীগ কার্যক্রম চালানো হয় ২টি গ্রুপের মাধ্যমে যাত্রা আরম্ভ হয় সকাল ৭টায় গন্তব্যস্থলে গিয়া বিস্তারিত আলোচনা বই-পত্র বিতরণ করা হয়। ইহাতে সহায়তা করেন মনির উদ্দিন হামিদ-উল্লাহ সিকদার, তারেক আহমদ প্রধান, নুরুল আলম। গত ৬-৭-৮৩ইং মোতামাদ মনির উদ্দিন আহমদ নেতৃত্বে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জ আহমদী মসজিদ চুনকাম, রং ও সাজসজ্জা করা হয়। ইহাতে কাজের সহায়তা করেন সামসুদ্দিন তারেক আহমদ প্রধান, আবু তাহের ঢালী, চৌধুরী মনিরুল ইসলাম, জহিরুল আলম, আক্তার উদ্দিন, ফজলে ওমর, রফিক উদ্দিন।

১২তম বার্ষিক ইজতেমা

আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজলে আগামী ১৪, ১৫ ও ১৬ই অক্টোবর শুক্র, শনি ও রবিবার বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ১২তম বার্ষিক ইজতেমা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাল্লাহ। উক্ত ইজতেমায় বাংলাদেশের সকল খোদ্দাম ও আতফালদের উপস্থিত হওয়ার জন্য বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

ইজতেমার সর্বাংগীন কামীয়াবীর জন্য সকলকে খাস ভাবে দোয়া জারী রাখতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। —**মোহাম্মাদ আবদুল জলিল** ন্যাশনাল মোতামাদ

নাম পরিবর্তন

সকল আহমদী ভাইদের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, হুজুর আকদাস (আইঃ) -এর নিকট আবেদনের প্রেক্ষিতে হুজুর আকদাস (আইঃ) আমার পূর্বোক্ত নাম 'মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর মুর্শেদ আলম' পরিবর্তন করিয়া 'নাসিরুদ্দিন' নাম রাখিয়াছেন।

অতএব এখন হইতে আমি পূর্বোক্ত নামের পরিবর্তে 'নাসেরুদ্দিন' নামে পরিচিত হইব। আমার জন্য আপনারা সকলে দোয়া করিবেন। **নাসিরুদ্দিন**, মুগদাপাড়া, ঢাকা।

দোওয়ার আবেদন

(১) আমার নানী আম্মা, বেগম আবদুল আউয়াল সাহেব (মনু মিঞা) আমাদের মসজিদ হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় (১৭ই রমজান) মসজিদের দক্ষিণে রেল ব্রিজের উপর হইতে পা পিছলাইয়া পরিয়া ডান পায়ে গুরুত আঘাত পাইয়াছেন তাহার আশু আরোগ্যের জন্য সকল আহমদী ভাইবোনদের খেদমতে বিশেষ দোয়ার অনুরোধ জানাইতেছি।

—**এ. এস. এম. নিজাম** (নাটাই)

(২) চট্টগ্রাম হইতে জনাব খলিল-উর-রহমান ভূঞা (লুলু) সাহেব জানাইতেছেন যে, তিনি "ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সুইটস" নামে (আরাকান রোড, চাঁন্দগাও থানার পার্শ্বে) একটি দোকান খুলিয়াছেন। গত ১০ই জুন শুক্রবার জুমার নামাজের পর চট্টগ্রাম জামাতের আমীর সাহেব উক্ত দোকানের উদ্বোধন করেন।

এই উপলক্ষে তিনি তাঁহার দোকানের ঠিকানায় "পাক্ষিক আহমদী" পত্রিকার গ্রাহক হয়ে তবলীগের পথকে প্রশস্ত করেন, তিনি সকলের দোয়া-প্রার্থী "

কৃতি ছাত্র ছাত্রী

১। আমার প্রথমা কন্যা মোসাঃ আজীজা সুলতানা গত ১৯৮২ইং সনে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় ২য় গ্রেডে বৃত্তি পাইয়াছে। তাহার জন্য সকল আহমদী ভাই ও বোনের নিকট দোয়া প্রার্থী। — **মোঃ আবদুল আউয়াল** বি, কম, বি, এড
শালগাও, বি-বাড়ীয়া কুমিল্লা।

২। বলারদিয়ার জামাতের জনাব মোহাম্মদ তফাজ্জল হোসেন (সাতপোয়া নিবাসী) সাহেবের কন্যা মোছাঃ সিরিন আখতার এস, এস সি পরীক্ষায় ৩টি বিষয়ে লেটারসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। এবং অপর কন্যা মোছাঃ ফরিদা আখতার প্রথম গ্রেডে প্রাথমিক বৃত্তি লাভ করিয়াছে। উল্লেখ যোগ্য যে উভয়ই খাকসারের ছোট বোন। — **মোঃ তাসাদ্দক হোসেন**
বিভাগীয় কায়েদ, ঢাকা।

৩। কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর শাখা সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজার জনাব বজলুর রহমান সাহেবের একমাত্র পুত্র মোহাম্মদ লতিফুর রহমান (কচি) ১৯৮২ সালে অনুষ্ঠিত জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম গ্রেডে টেলেন্টপুল বৃত্তি পাইয়াছে। সে উক্ত জেলার উথলী জামাতের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট ও প্রবীন আহমদী মরহুম ডাঃ আমীব হোসেন সাহেবের দৌহিত্র। তার ভবিষ্যত উন্নতি ও ছাত্র জীবনে আরও বেশী বেশী সুফল অর্জনের জন্য সকল বন্ধুর নিকট খাস দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে! — **শরীফ উদ্দিন আহমদ**, উথলী, কুষ্টিয়া।

৪। আল্লাহতায়ালার অশেষ মেহেরবাণীর ফলে মাসুদা মোহসেনা (উতল) ১৯৮২ সালের বৃত্তি পরীক্ষায় হাট হাজারী থানায় মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে প্রথম গ্রেডে বৃত্তি পেয়েছে। তাহার বড়বোন রাশেদা জহুরা (উপল ` ১৯৮০ সালের প্রাইমারী বৃত্তি পেয়েছিল। তাহারা চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শারিরীক শিক্ষা বিভাগের পরিচালক জনাব জহুরুল হোসেন সাহেবের কন্যা ও ময়মনসিংহ নিবাসী মরহুম আবুল হোসেন সাহেবের পৌত্রী এবং তারুয়া নিবাসী জনাব মৌঃ আহমদ আলী সাহেবের দৌহিত্রী। তাহারা দুই বোনের জন্য ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য জামাতের সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

— **আতিয়া আহমেদ** (চট্টগ্রাম)

৫। আমার ছেলে মোঃ সাইফুর রহমান (এনাম) সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ১৯৮৩ সনের এস, এস, সি পরীক্ষায় তেজগাঁও সরকারী ইন্টার মিডিয়েট টেকনিকেল কলেজ হইতে শিল্পকলা বিভাগে আল্লাহর ফজলে সর্বমোট ৭১০ নম্বর পাইয়া ৫টি লেটারসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। ভবিষ্যতে তাহার আরও সফলতার জন্য এবং রুহানী উন্নতির জন্য সকল আহমদী ভাই বোনদের নিকট খাসভাবে দোয়ার আবেদন করিতেছি। — **মোঃ ছিবগাতুর রহমান,**
গ্রাম ও ডাকঘর—বিষ্ণুপুর
থানা—আখাউড়া জেলা—কুমিল্লা।

আহ্‌মদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্‌ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

(এশতেহার তকমীলে তবলগী, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম!

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar